United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা

শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিষয়সমূহ

Global
Citizenship
Education

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ৭, প্লেস দ্য ফন্টেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রকাশিত

© ইউনেস্কো ২০১৫

ISBN ৯৭৮-৯২-৩-১০০১০২-৪

এই প্রকাশনাটি অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ার-এলাইক 3.0 IGO (CCBY-SA 3.0 IGO) লাইসেন্স (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) ব্যবহার করে এবং ইউনেস্কোর শর্তাবলি অনুসারে সম্মত হয়ে এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু জানতে ব্যবহারকারীরা ওপেন রিপোজিটরি খুলুন (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en).

এই প্রকাশনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং উপস্থাপিত কোনো মতামতের জন্য বা কোনো দেশের শহর বা এলাকা বা তার কর্তৃপক্ষের আইনী অবস্থা, বা সম্পর্কিত বিষয়ে তার সীমা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের জন্য ইউনেস্কো দায়ী নয়। এই প্রকাশনায় প্রকাশিত ধারণা এবং মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকগণের; ইউনেস্কো বা এই সংস্থা এসব মতামতের জন্য দায়ী নয়।

ফটো কভার ক্রেডিট: © শাটারস্টক/মামা_মিয়া (Shutterstock/mama_mia)
ক্রেডিট: পৃ. ১২-১৩, পৃ. ২০, পৃ. ৪৪-৪৫ © শাটারস্টক/ড্যানালো স্টারশচুক (Shutterstock/Danylo Staroshchuk)

গ্রাফিক ডিজাইন: অরেলিয়া মজোয়র (Aurelia Mazoyer)

ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলাদেশে মুদ্রিত

ইউনেস্কো কর্তৃক প্রণীত বৈশ্বিক নাগরিক শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়সমূহ বাংলা ভাষায় ভাষান্তর ও আত্তীকরণ করেন।
International University of Business Agriculture and Technology.

শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিষয়সমূহ

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	**৭**
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**৯**
সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা	**১১**
১. ভূমিকা	**১৩**
১.১ বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা (Global Citizenship Education) কী?	১৪
১.২ কীভাবে এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে?	১৭
১.৩ এই নির্দেশিকা কাদের জন্য এবং কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?	১৮
২. বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষাসূচির নির্দেশনা	**২১**
২.১ মূল বিষয়	২২
২.২ ফলাফল	২২
২.৩ বৈশিষ্ট্যাবলি	২৩
২.৪ বিষয়সমূহ	২৫
২.৫ উদ্দেশ্যাবলি	২৫
২.৬ মুখ্য শব্দাবলি	২৬
২.৭ নির্দেশিকা সারণি	২৬
৩. বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা বাস্তবায়ন	**৪৫**
৩.১ শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কীভাবে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে	৪৬
৩.২ শ্রেণিকক্ষে কীভাবে পাঠদান করা হবে	৫৩
৩.৩ কীভাবে শিখন ফল মূল্যায়ন করা হবে	৫৫
সংযুক্তি	**৫৭**
সংযুক্তি ১: নির্বাচিত অনলাইন অনুশীলন নির্দেশিকা এবং তথ্যপঞ্জি	৫৮
সংযুক্তি ২: গ্রন্থপঞ্জি	৬৫
সংযুক্তি ৩: মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষকদের তালিকা	৭৩

সারণি তালিকা

সারণি ক। সম্পূর্ণ সহায়িকা ২৮

সারণি খ। বিষয়বস্তু ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলির বিশদ বিবরণ ৩০

খ ১. বিষয়বস্তু: স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী পদ্ধতি ও কাঠামো ৩২

খ ২. বিষয়বস্তু: যেসব বিষয় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগকে ব্যাহত করে ৩৩

খ ৩. বিষয়বস্তু: ক্ষমতাপ্রবাহের মৌলিক ধারণা ৩৪

খ ৪. বিষয়বস্তু: পরিচয়ের বিভিন্ন স্তরসমূহ ৩৫

খ ৫. বিষয়বস্তু: সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে পারস্পারিক যোগাযোগ স্থাপন করে ৩৬

খ ৬. বিষয়বস্তু: ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৩৭

খ ৭. বিষয়বস্তু: ব্যক্তি অথবা সামস্টিক কর্মতৎপরতা ৩৮

খ ৮. বিষয়বস্তু: নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন আচরণ ৩৯

খ ৯. বিষয়বস্তু: সক্রিয়ভাবে কাজ করা ৪০

সারণি গ। মূখ্য শব্দাবলি ৪২

বক্সগুলোর তালিকা

বক্স ১: বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল ধারণাসমূহ ১৫

বক্স ২: জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি তৈরির নির্দেশিকা ১৮

বক্স ৩- প্রধান প্রধান শিখনফল ২৪

বক্স ৪: শিক্ষার্থীর মৌলিক শিক্ষাগুণ ২৩

বক্স ৫: বিষয়সমূহ ২৫

মুখবন্ধ

জাতিসংঘ মহাসচিবের 'গ্লোবাল এডুকেশন, ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ' (Global Education First Initiative বা GEFI)- ২০১২ উদ্বোধনের পর থেকেই ইউনেস্কো (UNESCO) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে আসছে। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক নাগরিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ইহা ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক তিনটি অগ্রগণ্য বিষয়ের একটি।

'গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন: টপিকস্ এন্ড লার্নিং অবজেকটিভস' নামের এ প্রকাশনা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার উপর ইউনেস্কো প্রকাশিত প্রথম শিক্ষাদান-বিষয়ক নির্দেশিকা। এটি বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক গবেষণা ও পরামর্শের ফসল। এ নির্দেশিকার সাথে ইউনেস্কো প্রকাশিত 'গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন: প্রিপেয়ারিং লার্নার্স ফর দি চ্যালেঞ্জেস অব দি টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশনের উপর ইউনেস্কো পরিচালিত তিনটি প্রধান ইভেন্টের প্রভাব রয়েছে যেগুলো হল: দি টেকনিক্যাল কনসালটেশন অন গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (সেপ্টেম্বর ২০১৩) এবং গ্লোবাল সিটিজেনশিপ: এডুকেশন-এর উপর প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনেস্কো ফোরাম; যা যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০১৩ এবং জানুয়ারি ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্দেশিকাটি চূড়ান্তকরণের পূর্বে তার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সকল অঞ্চলের নির্বাচিত দেশের শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইউনেস্কোর মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার ধারণাগত নীতি এবং কার্যক্রমের দিকনির্দেশনাসহ সদস্য দেশসমূহের শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করে চালানোর মতো একটি নির্দেশিকা হিসেবে এই পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছিল। এ নির্দেশিকাটি বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার ধারণাকে বিভিন্ন বয়স ও লক্ষ্যানুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খাপখাইয়ে নিতে সহযোগিতা করবে। বস্তুত এ নির্দেশকা শিক্ষক, শিক্ষাক্রম প্রণেতা, প্রশিক্ষক এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি সহায়িকা হিসাবে কাজ করবে। উপরন্তু, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষাবিদদের ক্ষেত্রেও এটি নির্দেশকার কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এই মর্মে আবেদন জানানো হচ্ছে যে, শান্তি, জনকল্যাণ ও টেকসই সমৃদ্ধির জন্য ইউনেস্কোর এই নতুন সহায়িকা অনুসারে সকল বয়সের এবং সামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত, সামাজিকভাবে সংযুক্ত, নীতিবান এবং স্বীকৃত বিশ্ব নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

কিয়ান তং, পি এইচ. ডি.
সহকারী মহাপরিচালক (শিক্ষা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা: বিষয় এবং শেখার উদ্দেশ্য' নামক শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নির্দেশিকাটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। নির্দেশিকাটি তৈরিতে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ইউনেস্কোর শিখন, শিখন এবং বিষয়বস্তু উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক সু হেয়াং চই (Soo Hyang Choi)। সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন স্বাস্থ্য ও বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা শাখার ক্রিস ক্যাসল (Chris Castle), লিডিয়া রুপ্রেস্ট (Lydia Ruprecht) এবং থিয়োফানিয়া ছাভাটজিয়া (Theophania Chavatzia)। আমেরিকান ইউনির্ভাসিটি অব বৈরুত-এর সহযোগী প্রফেসর দীনা কিওয়ান (Dina Kiwan) এবং টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মার্ক ইভান্স (Mark Evans) এই নির্দেশিকার রচয়িতা হিসাবে কাজ করেছেন। স্বতন্ত্র পরামর্শক হিসাবে সম্পাদনার কাজ করেছেন ক্যাথি আতাওয়েল (Kathy Attawell) এবং জেন কালিস্তা (Jane Kalista)।

২০১৪ সালের জুন মাসে প্যারিসে ইউনেস্কো তার গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (GCED)-এর এক্সপার্টস এডভাইজারি গ্রুপ (EAG)-এর এক সভা আহ্বান করে। সেই সভায় যারা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন খসড়ার উপর মতামত দিয়েছেন তাদের প্রতি ইউনেস্কো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। অংশ গ্রহণকারীরা হলেন আবি রাইকেস (Abbie Raikes, UNESCO HQ), এলবার্ট মটিভানস (Albert Motivans, UIS), আলেকজান্ডার লেইস্ট (Alexander Leicht, UNESCO HQ), ক্যারোলিনা ইবারা (Carolina Ibarra, Universidad de los Andes, Colombia), ডাকমারা জর্জকিউ (Dakmara Georgescu, UNESCO, Beirut), ক্যারোলি বাকলার (Carolee Buckler, UNESCO HQ), ডিরক হাসটেড (Dirk Hastedt, IEA), ফেলিসা টিবিটস (Felisa Tibbitts, Executive Director and Founder of the Human Rights Education Associates' Gwang-chol chang, UNESCO, Bangkok), হেয়োজেয়োং কিম (Hyojeong Kim, APCEIU), ইনজাইরু কালান্দু (Injairu Kulundu, Activate! Change Drivers), জেয়ংমিন এয়ন (Jeongmin Eon, APCEIU), জি মিন চো (Ji Min cho, KICE), জিনহি কিম (Jinhee Kim, KEDI), জান মরোহাসি (Jun Moroh ashi UNESCO, Haiti), কেট এন্ডারসন সাইমনস (Kate Anderson Simons, LMTF, Brookings), কজি মায়ামোটো (Koji Miyamoto, OECD), মিগুয়েল সিলভা (Miguel Silva, North-South Centre of the Council of Europe), মুহাম্মাদ ফাওয়ার (Muhammad Faour, York University), ওনেমাস কিমিনজা (Onemus Kiminza, Ministry of Education , Kenya), রাল্ফ কারস্টেনস (Ralph Carstens, IEA), স্টেফানি নক্স কাবন (Stephanie Knox Cubbon, Teachers without Borders), টনি জেঙ্কিনস (Tony Jenkins, University of Toledo), ওয়েৰ্নার উইনটার স্টেইনার (Werner Winter Steiner, Klagenfurt University), উইং অন লী (Wing-On Lee, National Institution of Education, Singapore), ইয়োলান্ডা লেভাস (Yolanda Leyvas, National Institute for the Evaluation of Education, Mexico)।

লেখা এবং লিখিত মন্তব্য যাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হয়েছিল তারা হলেন আকেমি ইউনেমুরা (Akemi Yonemura, UNESCO, Dakar), আলিয়েনর সালমন (Alienor Salmon, UNESCO, Bangkok), আমালিয়া মিরান্ডা সেরানো (Amalia Miranda Serrano, UNESCO, Bangkok), আমিনা হামশারি (Amina Hamshari, UNESCO HQ), অনন্ত কুমার দুরাইয়াপ্পা (Anantha Kumar Duraiappah, MGIEP), ক্রিস্টিনা ভন ফারস্টেনবার্গ (Christina Von Furstenberg, UNESCO HQ), হেগাজি ইদ্রিস ইব্রাহিম (Hegazi Idris Ibrahim, UNESCO, Beirut), হুগো চারনাই নানদিউনাটা (Hugue Charnie Ngandeu Ngatta, UNESCO HQ), মুসাফির শংকর (Musafir Shankar, MGIEP), নাবিলা জামশেদ (Nabila Jamshed, MGIEP), অপেরতি রেনাটো (Opertti Renato, IBE), মার্গারেট সিনক্লেয়ার (Margaret Sinclair, MGIEP)। এছাড়া কিছু অংশগ্রহণকারী তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে ২৮-৩০ জানুয়ারি ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইউনেস্কো ফোরাম অন গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশনে অবদান রেখেছিলেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

ইউনেস্কো তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছে, যারা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জড়িত থেকে প্রয়োজনীয় মতামত দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন APCEIU যারা কোরিয়ান শিক্ষকদের উপর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন; ফাদি জারাক (Fadi Yarak, Ministry of Education and Higher Education in Lebanon) যিনি মিনিস্ট্রি এবং মেরি-ক্রিস্টিন লেকমপিস্ট এর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন; অলিভিয়া ফ্লোরেস এবং রোজি আগই (Olivia Flores and Rosie Agoi, ASPnet Coordinator on Canada, Mexico and Uganda) যিনি এসকল দেশের স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ের মতামত (ফিডব্যাক) দিয়েছেন।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে ছানটাল লেয়ার্ড (Chantal Lyard) যিনি সম্পাদনা, ওরেলিয়া মাজোয়ের (Aurelia Mazoyer) যিনি ডিজাইন এবং লেআউট, আর মারটিন উইকেনডেন (Martin Wickenden) ও নান্না এংগেব্রেটসেনকে (Nanna Engebretsen), যারা এই ডকুমেন্ট তৈরি-সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান করেছেন।

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

APCEIU	Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding
ASPnet	Associated Schools Project Network (UNESCO)
EAG	Experts Advisory Group
ECOWAS	Economic Community of West African States
ESC	Education for Social Cohesion
ESD	Education for Sustainable Development
GCED	Global Citizenship Education
GEFI	Global Education First Initiative (of the UN Secretary-General)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
HIV/AIDS	Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome
HQ	Headquarters
IBE	International Bureau of Education (UNESCO)
ICT	Information and Communication Technology
IEA	International Association for the Evaluation of Educational Achievement
KEDI	Korean Educational Development Institute
KICE	Korea Institute for Curriculum and Evaluation
LMTF	Learning Metrics Task Force
LTLT	Learning to Live Together
MGIEP	Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development
NGO	Non-Governmental Organization
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OSCE/ODIHR	Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights
PEIC	Protect Education in Insecurity and Conflict
SDGs	Sustainable Development Goals
UIS	UNESCO Institute for Statistics
UN	United Nations
UK	United Kingdom
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations Children’s Fund

১

ভূমিকা

১.১ বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা (Global Citizenship Education) কী?

"শিক্ষা আমাদেরকে এমন একটি গভীর উপলব্ধিতে উপনীত করে যে, আমরা যেন সবাই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিশ্ব সম্প্রদায় এবং আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোও পরস্পর সংযুক্ত।"
বান কি মুন, জাতিসংঘের মহাসচিব

নাগরিকত্ব একটি ক্রম বিকাশমান ধারণা। অতীতে শুধু পুরুষ বা সম্পদের মালিকদেরকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত।[১] গত শতাব্দীতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ভাবধারার ব্যাপক বিকাশের সাথে 'নাগরিকত্ব' ধারণাটিরও বিবর্তন ঘটেছে।[২] বর্তমানে নাগরিকত্বের ধারণা দেশে দেশে ভিন্ন রূপে পরিলক্ষিত হয় যা প্রধানত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত। বিশ্বায়নের সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 'নাগরিকত্ব'-এর স্বরূপ ও মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও 'নাগরিকত্ব'-এর ধারণা অতীতেও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা অতিক্রম করেছে কিন্তু বৈশ্বিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ইত্যাদির কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার ফলে ক্রমশ তা বিশ্বজনীন হয়ে উঠছে। তাই এটা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বজনীন নাগরিকত্বের ধারণা সনাতন নাগরিকত্বের ধারণা হতে আলাদা এবং কখনও কখনও তা পরিপূরকও বটে।

'বৈশ্বিক নাগরিকত্ব'[৩] ধারণাটি একটি বিশাল সম্প্রদায় ও মানবিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরণা পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়, যা একই সাথে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার উপরও গুরুত্ব বেড়েছে এবং এর শিক্ষানীতি, শিখন ও শিখানো শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে।[8] বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা মূলত তিনটি মৌলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিভিন্ন সংজ্ঞা ও আলোচনায় একই রকম পরিলক্ষিত হয়। এই মৌলিক ধারণাচক্রে তথ্য পর্যালোচনা (Literature Review), ভাবগত কাঠামো পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি এবং কারিগরি পরামর্শ ইত্যাদি ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক কার্যাবলিতে বিশেষ অবদান রাখছে এবং তাতে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা ও তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, শিখনমান নিরূপণ পদ্ধতিতে প্রাধান্য পায়। মূল ভাবধারাগুলো শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ ১। বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive) ২। সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional) ৩। আচরণগত (Behavioral)। এগুলো আন্তঃসম্পর্কিত এবং নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল:

১ See Heater (1990); Ichilov (1998); Isin (2009).
২ See Marshall (1949).
৩ UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century.
৪ See Albala-Bertrand (1995); Banks (2004); Merryfield (1998); Peters, Britton and Blee (2008).

বক্স-১ বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল ধারণাসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

জ্ঞান, বোঝাপড়া, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশীলতা (Critical Thinking) চর্চা করা হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহে আলোকপাত করা হয়।

সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, একাত্মতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা হয়।

আচরণগত (Behavioral)

কার্যকর ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করা যায় তার চর্চা করা হয়।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল একটি রূপান্তরমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে; যার মাধ্যমে সে একটি ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরিতে অবদান রাখবে। এটি এমন একটি বহুমাত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, যা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় হতে ধারণা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করে। যেমন- মানবাধিকার, শান্তি, টেকসই উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ইত্যাদি হতে উপকরণ সংগ্রহ করে।[৫] এখানে জীবনব্যাপী শিক্ষা (Lifelong Learning) অনুসরণ করা হয়, যা শৈশব হতে শুরু হয়ে সকল শিক্ষাস্তরসমূহ জুড়ে সাবালক হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকে এবং যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের বাইরে বাড়তি জ্ঞানার্জন; প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় পদ্ধতিকেই সমান গুরুত্ব দেয়।[৬]

৫ UNESCO (2014). Education Strategy 2014 - 2021, p.46.
৬ UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century.

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা শিক্ষার্থীর মাঝে নিম্নোক্ত পরিবর্তন সাধন করেঃ

- এ শিক্ষা বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বশীলতা এবং বৈশ্বিক সমস্যার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে;
- এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জেন্ডারের মাঝে অভিন্ন মানবিক গুণাবলি অনুধাবন করা যায় এবং ভিন্নতাকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয়;
- এ শিক্ষা বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা (Critical skills) তৈরি করে; যেমন: বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নকরণ, তথ্য প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা, প্রচার মাধ্যমের জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, সমস্যা নিস্পত্তিকরণ, আপোস-আলোচনা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে;
- এ শিক্ষা বিভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মানসিকতা তৈরি করে যা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; যার ফলে সামাজিক ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত হয়;
- এ শিক্ষা অন্যের প্রতি যত্নশীল, সহমর্মী এবং পরিবেশ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে;
- এ শিক্ষা সততা ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ এবং বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা তৈরি করে; জেন্ডারভিত্তিক, সামাজিক স্তর, সংস্কৃতি, ধর্ম, বয়স ও অন্যান্য বিষয়ে বৈষম্য চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে;
- এ শিক্ষা সমকালীন বৈশ্বিক সমস্যা বিষয়ে অবগত করে এবং দায়িত্বশীল সমাধানে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে;

জেন্ডারসমতা নিশ্চিতকরণঃ বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যা ইউনেস্কোর অন্যতম দু'টি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে একটি। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ। বিপরীত জেন্ডারের প্রতি কীভাবে আচরণ ও ব্যবহার করতে হয় তা ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে শিখে। এ শিক্ষা এভাবে জ্ঞান বিকাশ, দক্ষতা ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে; তরুণ-তরুণীদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে; ফলে সমাজে ক্ষতিকারক জেন্ডার নির্বিশেষে অসমতা দূর হয়।

১.২ কীভাবে এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে?

এই নির্দেশিকায় বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুশীলন রয়েছে। এটি দক্ষ পরামর্শদাতা কর্তৃক তৈরি একটি ইউনেস্কো প্রকাশনা[৭] এবং এতে নানা বিশেষজ্ঞ ও যুব প্রতিনিধিগণ মতামত রেখেছেন। এই নির্দেশিকাটি বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা দল (Experts Advisory Group) দ্বারা পর্যালোচনাকৃত। বিশ্বের সকল অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিশেষজ্ঞগণ, যারা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত তারা এর শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাক্রম তৈরিতে সহায়তা করেছেন। বিশেষজ্ঞগণ ২০১৪ সনের জুন মাসে প্রথম খসড়ার উপর সহায়তা প্রদান করেন। এর পরের সংযোজন ঘটে ২০১৪ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে। পরবর্তীতে ২০১৫ সনের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় ইউনেস্কো ফোরামে বিশ্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

চূড়ান্তকরণের পূর্বে এ নির্দেশিকাটি মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তিতে এটি সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন মন্ত্রণালয়, শিক্ষাক্রম প্রনেতা ও শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়।

এই নির্দেশিকার প্রথম সংস্করণ ও ডকুমেন্ট হিসাবে এটি একটি চলমান ডকুমেন্ট। এরপরে আরও সংস্করণ আসবে এবং ইউনেস্কো সকলের পরামর্শ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবে।

৭. For example, Global Citizenship Education: An emerging perspective, based on the Technical Consultation on Global Citizenship Education (September 2013) and Global Citizenship Education: Preparing learners for the challenges of the 21st century, synthesizing the outcomes of the First UNESCO Forum on Global Citizenship Education (December 2013).

১.৩ এই নির্দেশিকা কাদের জন্য এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?

এই নির্দেশিকা শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম প্রণেতা ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি শিক্ষার অংশীজনদের জন্য বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা, রুপরেখা প্রণয়ন ও শিক্ষা দানে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ এই নির্দেশিকা শিক্ষাদানে প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে; শিক্ষাক্রম প্রণেতারা এর মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জন্য টেকসই উন্নয়নের কোর্স তৈরিতে বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য নিবেন। নীতি-নির্ধারকরা এর মাধ্যমে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত হবেন এবং জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে প্রযোজ্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত করবেন।

নিচে ছকের মাধ্যমে এই নির্দেশিকা ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে জাতীয় পর্যায়ে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার পরামর্শ, অভিযোজন এবং প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করবেন এবং কীভাবে এর উপর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিশদভাবে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যায় তার রূপরেখা প্রণয়ন করবেন।

বক্স ২: জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি তৈরির নির্দেশিকা

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা: শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ

↓

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় ব্যবহারকারীদের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়াবলির মধ্যে প্রাসঙ্গিকত নিরূপণ

↓

বিস্তারিত, সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা তৈরি এবং সক্ষমতা অর্জন করা

↓

শিক্ষা অনুশীলনকারী কর্তৃক উক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও ব্যবহার
(যেমন জাতীয় পর্যায় থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত)

এই সহায়িকা শুধু চাপিয়ে দেওয়া একটি বিষয় নয় বরং তা কীভাবে বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সহজে বাস্তবায়ন করা যায় তার দিকনির্দেশনা দিবে।

এই নির্দেশিকা বিদ্যমান নাগরিক শিক্ষা, মানবাধিকার শিক্ষা, টেকসই এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার ধারণা লাভের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে। এই নির্দেশিকায় সংযোজিত বিষয়াবলি এবং শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ চূড়ান্ত নয়; বরং এর সাথে স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত বিবেচিত বিষয়াবলি সংযোজন করা যাবে। এছাড়া পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন বিষয় এই নির্দেশিকায় সংযুক্ত করা যেতে পারে। এই সহায়িকার কিছু কিছু বিষয় ও লক্ষ্য এখনি বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি পরিপূরক অথবা চেকলিস্ট কিংবা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষাসূচির নির্দেশনা

২.১ মূল বিষয়

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা তিনটি মূল বিষয়ে উপর প্রতিষ্ঠিত: বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক-আবেগীয় ও আচরণগত। '*Learning: The Treasure Within*' এই রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার চারটি ভিত্তি রয়েছে: জানতে শেখা, করতে শেখা, হতে শেখা এবং একসাথে বসবাসের জন্য শেখা।

- বুদ্ধিবৃত্তিক: শিক্ষার্থীদের পৃথিবী ও তার জটিল কার্যপ্রণালী বুঝার মতো জ্ঞান ও চিন্তা ক্ষমতা থাকতে হবে।
- সামাজিক-আবেগীয়: শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে একসাথে বসবাসের জন্য মূল্যবোধ, আচরণ ও দক্ষতা অর্জন করবে যা তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে তুলবে।
- আচরণগত: চালচলন, কর্মদক্ষতা, বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার।

এই সহায়িকার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলো সমন্বিত ও পারস্পরিক সংযুক্ত; এ গুলোকে কখনও আলাদাভাবে দেখা উচিত নয়।

২.২ ফলাফল

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। শিক্ষার উপরোক্ত তিন কার্যক্ষেত্র [বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক-আবেগীয়, আচরণগত] অনুসারে নিম্নোক্ত পর্যায়ের শিক্ষা নীতিমালায় একে অপরকে জোরদার করে।

বক্স ৩- প্রধান প্রধান শিখনফল

বুদ্ধিবৃত্তিক

- শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হবে এবং বিভিন্ন দেশ ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে।
- শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক দক্ষতা লাভ করবে।

সামাজিক-আবেগীয়

- শিক্ষার্থীদের মানবিকবোধ জাগ্রত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য ত্যাগ ও দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়।
- তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সংহতি ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে যাতে তারা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।

আচরণগত

- শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব গড়ার জন্য কার্যকর ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ও প্রেষণা জন্মলাভ করবে।

২.৩ বৈশিষ্ট্যাবলি

এই বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে, যা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে বিকাশ ঘটানো এবং তাকে এই শিক্ষার মুখ্য প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো: তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষিত (informed and critically literate); সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (socially connected and respectful of diversity), নৈতিকতা-সম্পন্ন এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত (ethically responsible and engaged)। এই তিন বৈশিষ্ট্যাবলির বিষয় ও ধারণাগত কাঠামো পর্যালোচনা, তাদের পদ্ধতিগত পর্যালোচনা ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কাযর্ক্রমও এর আওতাধীন। এগুলোর সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল:

বক্স ৪: শিক্ষার্থীর মৌলিক শিক্ষাগুণ

তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষর (informed and critically literate)

বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা, এর কাঠামো ও সমস্যা; স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিষয়াবলির মাঝে নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্ক; নাগরিক হতে যেসব জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, যেমন:- বিশ্লেষণধর্মী জিজ্ঞাসা ও সক্রিয়ভাবে শিক্ষা অর্জন।

শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে তা হল বৈশ্বিক বিষয়াবলি, শাসনতন্ত্র যার মধ্যে রাজনীতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি; ব্যক্তি ও দলের অধিকার ও দায়িত্ব (যেমন- নারী ও শিশু অধিকার, দেশীয় অধিকার, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব); সর্বোপরি স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা, কাঠামো ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে; যেহেতু এগুলো একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কীয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্লেষণধর্মী জিজ্ঞাসা থাকতে হবে (যেমন-তথ্যের উৎপত্তি এবং তথ্যের প্রামাণিক বিশ্লেষণ করা), গণমাধ্যমে তথ্য প্রচার সম্পর্কিত ধারণা রাখা। তারা বৈশ্বিক বিষয়াবলি ও সমস্যাসমূহে আলোকপাত করতে শিখবে (যেমন-বিশ্বায়ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, দেশান্তর, শান্তি ও সংঘর্ষ, টেকসই উন্নয়ন) এবং এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের প্রচার। আরেকটা মুখ্য বিষয় হল ভাষার ব্যবহার; যাকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, সমালোচনামূলক সাক্ষরতা (critical literacy) অর্থাৎ কীভাবে ইংরেজি না-বলতে পারা মানুষের কাছে ইংরেজির ভাবার্থ পৌছাতে সক্ষম তার সম্বন্ধে ধারণা। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে কীভাবে বিশ্লেষণধর্মী নাগরিক জ্ঞান, ধারণা ও প্রতিশ্রুতি তৈরি হয়, যা তাদের মধ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষা হিসেবে রয়ে যাবে, যা একটি সক্রিয় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাগরিক আচরণ হিসেবে পরিগণিত হবে।

সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (socially connected and respectful of diversity)

পরিচয়, সম্পর্ক ও অধিকার; সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ; ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা; বৈচিত্র্য ও অভিন্নতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক অনুধাবন করা।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে হরেক রকমের সম্পর্ক যেমন পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, স্থানীয় সমাজ ও দেশ ইত্যাদির মাঝে অবস্থান করবে যেখান থেকে তারা নাগরিকত্বের বৈশ্বিক মাত্রা সম্বন্ধে অবগত হবে এবং ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার ও ধর্মের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। কীভাবে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উপলব্ধি করে অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করে সে সম্পর্কে অবহিত হবে। শিক্ষার্থীরা আরও কিছু সাধারণ নিয়ামক বিবেচনা করবে যার মাধ্যমে তারা জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ আয়ত্ত করবে এবং বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সম্মিলিতভাবে সহাবস্থান করবে।

নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত (Ethically responsible and engaged)

এটি মানবাধিকার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়ার মূল্যবোধ ও আচরণের চর্চা করা হয়; ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রূপান্তর, সমাজে অংশগ্রহণ করার দক্ষতা, একটা সুন্দর পৃথিবীর জন্য জ্ঞান, নৈতিকতা ও শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করা।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের এবং অপরের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনুধাবন করতে শিখবে। নিজেদের এই বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন রকমের মতামত তৈরি করে শাসন প্রক্রিয়াকে কঠিন করে ফেলে তা তারা উপলব্ধি করবে। তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক ন্যায়বিচার সমন্ধে ওয়াকিবহাল হবে এবং এদের মাঝে যোগসূত্র খুঁজে পাবে। আর তাতে নৈতিক বিষয়াবলিও আলোকপাত করা হবে (যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, ভোগবাদ, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, ন্যায়ভিত্তিক বাণিজ্য, অভিবাসন, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা, টেকসই উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও যুদ্ধ ইত্যাদি)। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে যেখানে নৈতিকতার অবক্ষয় হয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের দায়িত্বশীল অভিমত প্রকাশ করবে এবং এই বিষয়ে তাদের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। শিক্ষার্থীরা মানুষ ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণ আয়ত্ত করবে এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। সমবেদনা, সহযোগিতা, সংলাপ, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এইসব গুণাবলি অর্জন করবে। তারা নাগরিক হিসাবে স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বপরিমণ্ডলে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগগুলো সম্পর্কে জানবে এবং অন্যদের দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সামাজিক অবিচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

২.৪ বিষয়সমূহ

শিক্ষার্থীদের গুণাবলি, শিক্ষাক্ষেত্র ও মুখ্য কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বিচার করে এই সহায়িকায় নয় ধরনের বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রতিটি গুণের জন্য তিনটি বিষয় নির্ধারিত হয়েছে।

বক্স ৫: বিষয়সমূহ

তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষর (informed and critically literate)

১। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো
২। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যাগুলো যখন সমাজের সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যাহত করে
৩। সমস্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি

সামাজিকতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (socially connected and respectful of diversity)

৪. বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও পরিচয়
৫. বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ব্যক্তির অবস্থান ও সম্পর্ক নির্ণয়
৬. বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং অভ্যস্ততা (ethically responsible and engaged)

৭. ব্যক্তিগত অথবা সম্মিলিত উদ্যোগে উপরোক্ত সমস্যার মোকাবেলা
৮. নীতিগত দায়বদ্ধতা বজায় রাখা
৯. সক্রিয়ভাবে সমস্যার মোকাবেলা করা

উপরোক্ত বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মুখ্য ভাবধারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৫ উদ্দেশ্যাবলি

উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার চার ধরনের উদ্দেশ্য ও ভাব নির্ণয় করা যায়, যা বয়সভেদে বিভক্ত:

- প্রাক-প্রাথমিক/ নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা (৫-৯ বছর)
- উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা (৯-১২ বছর)
- নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা (১২-১৫ বছর)
- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৮+ বছর)

আমাদের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার লক্ষ্যগুলো সহজ থেকে জটিল স্তরে ক্রম উন্নয়নশীল শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে সাজিয়ে বিশ্ব নাগরিকত্বের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করা। এই শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক অথবা নিম্ন-প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে গভীর ও জটিল পর্যায়ের দিকে নিয়ে সকল পর্যায়ে চালু করা। যেহেতু শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার মান এবং বয়সসীমা দেশে দেশে বিভিন্ন হয়ে থাকে তাই উপরোক্ত গ্রুপগুলো সাধারণ ইঙ্গিত হিসেবে দেওয়া হলো।

এই নির্দেশিকা ব্যবহারকারী শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ দেশ ও শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে অভিযোজন করে নিবেন[৮]।

২.৬ মুখ্য শব্দাবলি

এই নির্দেশিকার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আলোচনা ও কার্যক্রমকে আরও আকর্ষণীয় ও সহজতর করার জন্য এখানে মুখ্য শব্দাবলির তালিকাটি বিষয় অনুযায়ী সাজানো আছে।

এই তালিকা বিভিন্ন বিষয়াবলির সাথে সংগতি রেখে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৭ নির্দেশিকা সারণি

এই সারণিতে শিক্ষার তিনটি কার্যক্ষেত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, শিক্ষার মূল গুণাবলি, বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন বয়স ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হবে তা মূল শব্দাবলি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

সারণি ক. এটি সহায়িকা সারণি উপস্থাপন করে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রদর্শন করে।

সারণি খ. এটি সারণি 'ক'-এর বিশদ বিবরণ; যা বিভিন্ন বয়স ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে।

সারণি খ ১ থেকে ৯. এরা প্রত্যেক বিষয় ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে, শিক্ষার্থীরা কী শিখতে চায় তা বিস্তারিতভাবে বুঝতে ও বাস্তবে করতে শেখায়, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তারা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ শেখায়। সারণিটিকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করার ফলে প্রত্যেকটি স্তরে বয়সভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূলভাব রয়েছে; যা পরবর্তী ধাপের জন্য সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে এবং সহজ হতে কঠিনতর দিকে অগ্রসর হয়।

[৮] পর্যালোচনা করার সময় বয়সভেদে প্রাক-প্রাথমিক/নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। কোনো কোনো বোদ্ধা শিশুদের বোঝার ক্ষমতাকে অবহেলা করতে চান নি; কিন্তু অনেকে এসব ধারণাকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত জটিল বলে মতামত দিয়েছেন। এসব ধারণা শিশুদের বোঝানোর জন্য বয়সভিত্তিক, সৃজনশীল ও মিথস্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতি (Interactive method) ব্যবহার করতে হবে, যেমন- নাটক, কার্টুন অথবা অন্য কিছু যা শিক্ষাবিদগণ বিবেচনা করবেন।

সারণি গ- এটি মূল শব্দভাণ্ডারের একটি তালিকা যা আলোচনাকে আকর্ষণীয় ও সহজতর করে।

এই সারণিটি এক ধরনের সূচক, এটা মোটেও নির্দেশনা-জ্ঞাপক নয়। একে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহার করা যায় অথবা অভিযোজন করে নেওয়া যায়।

এটা পরিষ্কার করে বলা ভাল যে, এই সারণিটি পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাস্তবিকভাবে, যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত ধারণা ও মাত্রাগুলোর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে।

সারণি ক: সম্পূর্ণ সহায়িকা

এটি একটি সম্পূর্ণ সহায়িকা; যা শিক্ষার তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; শিক্ষার মুখ্য ফলাফলকে উপস্থাপন করে এবং শিক্ষার্থীর মূল বৈশিষ্ট্যাবলি, বিষয় ও উদ্দেশ্যাবলি ও তাদের আন্তঃসম্পর্ককে লম্বালম্বি ও অনুভূমিকভাবে উপস্থাপন করে।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা

শিক্ষার বিষয়সমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক	সামাজকি-আবগেীয়	আচরণগত

শিক্ষার মুখ্য প্রত্যাশিত ফলাফল

বুদ্ধিবৃত্তিক

- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি ও এদের আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃনির্ভরশীলতা বিষয়ে অবগত হবে
- তারা বিশ্লেষণধর্মী পারদর্শিতা অর্জন করবে

সামাজকি-আবগেীয়

- শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানবিক গুণাবলি অর্জন করবে, তারা দায়িত্বসমূহ ভাগ করে নিবে
- তারা পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি অর্জন করবে এবং বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে

আচরণগত

- শিক্ষার্থীরা একটি শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবীর জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরী ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে
- তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রেষণা ও প্রেরণা লাভ করবে

শিক্ষার মুখ্য বৈশিষ্ট্যাবলি

তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন সাক্ষর

- স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ইস্যু, শাসন ব্যাবস্থা ও কাঠামোসমূহ জানবে
- স্থানীয় ও বৈশ্বিক সম্পর্ক ও আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হবে
- তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দক্ষতার উন্নয়ন হবে

সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

- আত্মপরিচয়, সম্পর্ক ও একাত্মতার চর্চা ও ব্যবস্থায় সক্ষম হবে
- মানবিক অধিকার-ভিত্তিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ বিনিময় করবে
- বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি সপ্রশংসা ও শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন হবে

নৈতিকতাসম্পন্ন এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত

- যথাযথ দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবে
- শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্বের জন্য ব্যক্তিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব প্রদর্শন করবে
- সকলের ভালোর জন্য প্রেষণা ও সদিচ্ছা পোষণ করবে

বিষয়াবলি

১. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো
২. যেসব সমস্যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয়কে প্রভাবিত করে
৩. অন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ

৪. বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়
৫. বিভিন্ন দলের জনগণ কীভাবে একসাথে থাকে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক
৬. বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

৭. ব্যক্তি ও সমস্টিগতভাবে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ
৮. নৈতিক দায়শীলতা
৯. সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হওয়া

বয়সভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক/নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা (৫-৯ বছর)	উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা (৯-১২ বছর)	নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা (১২-১৫ বছর)	উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৮+ বছর)

সারণি খ: বিষয়বস্তু ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলির বিশদ বিবরণ

এখানে সারণী ‘ক’-এর বিশদ বিবরণ এবং শিক্ষার প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি সুপারিশ করে। যেহেতু শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তর দেশভেদে ভিন্ন হয় সেহেতু এখানে যে স্তরের সুপারিশ করা হয়েছে তা একটি সূচকমাত্র এবং এটি ব্যবহারকারী তার নিজের মতো করে অভিযোজন করে নিতে পারেন।

বিষয়বস্তু ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলির বিশদ বিবরণ খ.১ - খ.৯ বর্ণিত হলো।

নিচের সারণি খ ১. থেকে খ ৯. এ এর বিষয়বস্তু ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

বিষয়বস্তু	শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি			
	প্রাক-প্রাথমিক/নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা (৫-৯ বছর)	উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা (৯-১২ বছর)	নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা (১২-১৫ বছর)	উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৮+ বছর)
১. স্থানীয়,জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো	কীভাবে স্থানীয় পরিবেশ গঠিত হয় এবং কীভাবে এর সঙ্গে বহি:বিশ্ব সম্পর্কিত এবং নাগরিকত্বের ধারণা দেওয়া হয়	শাসন কাঠামো ও এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মাত্রার নাগরিকত্ব শনাক্তকরণ	কীভাবে আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থা জাতীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় স্থাপন করে এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়	বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা ও কাঠামো সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত করা হয় ও বৈশ্বিক নাগরিকত্বের বাস্তবায়ন নিরীক্ষা করা হয়
২. সমস্যাবলি যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকে প্রভাবিত করে	প্রধান বৈশ্বিক সমস্যাবলির কারণ অনুসন্ধান করা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের প্রভাব সম্পর্কে জানা	বৈশ্বিক সমস্যাবলি ও তা কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ে প্রভাব ফেলে তার মূল কারণ অনুসন্ধান করা	স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যাবলি কোন কোন নিয়ামক দ্বারা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পর্কিত তার মূল কারণ বের করা	স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যাবলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তা থেকে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমাধান প্রদান করা
৩. অন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ	তথ্যের বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা ও তথ্যানুসন্ধানের ক্ষমতা অর্জন করা	সত্য/মত, বাস্তবতা/কল্পনা, বিভিন্ন মতামত/ পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে অবগত হওয়া ও তা পৃথকীকরণ করতে পারা	অন্তর্নিহিত ধারণাসমুহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, ক্ষমতা প্রবাহের ফলে সৃষ্ট বৈষম্য চিহ্নিত করা	ক্ষমতার অপব্যবহার যা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসনতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এসবের বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানার্জন
৪. বিভিন্ন ধরনের পরিচয়	আমরা কীভাবে এই পৃথিবীতে সবার সাথে খাপ খাওয়াই এবং এজন্য আমাদের ব্যক্তি ও সকলের সাথে যোগাযোগ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে তা অনুধাবনের সক্ষমতা	সমাজে বিভিন্ন ধরনের পরিচয় রয়েছে এবং সবার সাথে মানিয়ে নেবার জন্য সেগুলোর নিরীক্ষা করা	ব্যক্তি পরিচয় ও সামষ্টিক পরিচয়ের মাঝে পার্থক্য ধরতে পারা, বিভিন্ন সামাজিক দল এবং সবার প্রতি মানবিকতা বোধ পোষণ করা	কীভাবে বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষ সমাজে একসাথে থাকে ও দলবদ্ধ হয় তা ভালভাবে বিশ্লেষণ করা
৫. বিভিন্ন দলবদ্ধ মানুষ ও তাদের মধ্যকার সংযোগ	বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে অমিল ও মিল খুঁজে বের করা	বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত ধাঁচের মধ্যে অমিল ও মিল খুঁজে বের করা	বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কদর ও শ্রদ্ধাবোধ; অন্যান্য সামাজিক দলের প্রতি সহমর্মিতা ও ঐক্য পোষণ করা	গোষ্ঠী, দল ও দেশের মধ্যকার সম্পর্ক সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা
৬. ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	ভিন্ন ও অভিন্ন পৃথকীকরণ এবং সকলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া	বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সুফল ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিতর্ক করা	বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও তাদের মতামতকে পরিচালনা করে এমন মূল্যবোধ, আচরণ ও দক্ষতা তৈরি ও ব্যবহার করা
৭. ব্যক্তি ও দলগতভাবে নেওয়া পদক্ষেপ	আমাদের এই পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা খোঁজ করা	ব্যক্তিগত কাজ ও সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা	কীভাবে ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক জনগোষ্ঠী দেশ ও বৈদেশিক সমস্যায় সক্রিয় হতে পারে এবং সাড়া দেয় তা নিরীক্ষা করা	একজন সার্থক নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার দক্ষতাগুলো রপ্ত করা
৮. নৈতিকতা প্রসূত আচরণ	কীভাবে আমাদের ইচ্ছা ও কাজকর্ম মানুষ ও পৃথিবীকে প্রভাবিত করে এবং দায়িত্বশীল আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা	সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্বশীলতা অনুধাবন করা এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার ব্যবহার রপ্ত করা	সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্বশীলতার উভয়সঙ্কট সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক উদ্যোগের প্রয়োগ	সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্বশীলতার সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণধর্মী বিবেচনা করা এবং বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া
৯. সক্রিয় হওয়া এবং ব্যবস্থা নেওয়া	নাগরিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে অবগত হওয়া	সক্রিয় ও উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ খুঁজে বের করা	সক্রিয়ভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন ও প্রয়োগ করা; সবার ভালোর জন্য কাজ করা	পরিবর্তনের জন্য ভাল কাজের প্রস্তাব করা ও নিজে সক্রিয় হওয়া

খ ১. বিষয়বস্তু: স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: স্থানীয় পরিবেশ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক থেকে কীভাবে নাগরিকত্ব ধারণা তৈরি করা হয়

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- নিজ, পরিবার, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ ও পৃথিবী
- পৃথিবী কীভাবে গঠিত(দল, সমাজ, গ্রাম, শহর, দেশ, অঞ্চল)
- সম্পর্ক, সদস্যপদ, নীতি-নির্মাণ, নিয়োজিত হওয়া (পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, সমাজ, দেশ ও পৃথিবী)
- নিয়ম ও দায়িত্বশীলতার কারণ ও কেন এগুলো পরিবর্তিত হয়

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: শাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা ও বহুমাত্রিক নাগরিকত্বের ধারণা অর্জন

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শাসনতন্ত্র ও কাঠামো এবং এগুলো কীভাবে আন্তঃসম্পর্কীয় ও পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল (ব্যবসা,বহির্গমন, পরিবেশ, প্রচার মাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট, জাতীয় ও বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ)
- অধিকার ও দায়িত্বশীলতার মাঝে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, নীতি ও সিদ্ধান্ত, কীভাবে বিভিন্ন সমাজ এগুলো সমর্থন করে (ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করা)
- নাগরিকত্বের অর্থবোধের মাঝে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য
- সুশাসন, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: কীভাবে বৈশ্বিক শাসন কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় কাঠামোর সাথে মিশ্রিত হয় এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্ব অনুসন্ধান করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- জাতির ইতিহাস, অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক, যোগাযোগ, নির্ভরশীলতা, বৈশ্বিক সংস্থাসমূহ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট (সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, রাজনীতি)
- বৈশ্বিক শাসন কাঠামো ও পদ্ধতি (নিয়ম-কানুন, বিচার ব্যবস্থা) এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকার কাঠামোর সাথে এর সম্পর্ক
- কীভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে প্রভাবিত করে
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব কী কী এবং তা কীভাবে কার্যকর হয়
- বৈশ্বিক নাগরিকের উদাহরণ

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বৈশ্বিক শাসন কাঠামো ও পদ্ধতির বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান ও তার বাস্তবায়ন

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- বৈশ্বিক শাসন কাঠামো ও পদ্ধতি এবং কীভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়
- কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যক্তি ও দল বৈশ্বিক কাঠামোতে নিয়োজিত থাকে
- বৈশ্বিক সমাজের সদস্য বলতে কী বোঝায় তার সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং কীভাবে বৈশ্বিক সমস্যায় সাড়া দিতে হয় (এসব ভূমিকা, বৈশ্বিক সংযোগ, আন্তঃসম্পর্ক, ঐক্য ও প্রাত্যহিক জীবনে তার ব্যবহার)
- বৈশ্বিক শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে জাতিগত ব্যবধান দূরীকরণ এবং অধিকার ও দায়িত্বশীলতার সুষ্ঠু প্রয়োগ

খ ২. বিষয়বস্তু: যেসব বিষয় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগকে ব্যাহত করে

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন-প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের সমস্যাগুলোর তালিকা তৈরি এবং এদের মাঝে সংযোগ সূত্র বের করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- স্থানীয় সমাজকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যা (পরিবেশগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য)
- দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সমাজ যেসব সমস্যা মোকাবেলা করে
- ব্যক্তি বা সমাজের উপর আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি যে প্রভাব বিস্তার করে
- কোনো ব্যক্তি বা সমাজ, বিশ্বসমাজে যে প্রভাব ফেলে

উচ্চ-প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির মূল কারণ খোঁজ করা এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তার প্রভাব নিরূপণ করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- কীভাবে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও উন্নতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে
- বৈশ্বিক সমস্যাবলির (জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, দারিদ্র্য, জেন্ডার বৈষম্য, অপরাধ, দ্বন্দ্ব, রোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কারণ
- বৈশ্বিক ও স্থানীয় বিষয়ের মাঝে সংযোগ ও নির্ভরশীলতা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর মূল কারণ পরিমাপ করা ও তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর মূল কারণ বের করা
- কীভাবে বৈশ্বিক ক্ষমতার ধাঁচ প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে
- কীভাবে ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, প্রযুক্তি, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি বৈশ্বিক সমস্যাকে প্রভাবিত করে (মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নারীদের অবস্থান, উদ্বাস্তু, অভিবাসী, উপনিবেশের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি, দাসত্ব, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পরিবেশগত বিপর্যয়)
- কীভাবে পৃথিবীর এক স্থানের নেওয়া সিদ্ধান্ত অপর প্রান্তের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো বিশ্লেষণধর্মী নিরীক্ষা করা, দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিরীক্ষালব্ধ সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো নিরীক্ষা করা এবং এদের সম্পর্কে জানা (জেন্ডার অসমতা, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকার, শান্তি ও যুদ্ধ, উদ্বাস্তু, অভিবাসী, পরিবেশের অবস্থা, যুবকদের মাঝে বেকারত্ব)
- আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির মাঝে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ (মূল কারণ, নিয়ামক, মাধ্যম, মাত্রা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুজাতিক সংস্থা)
- কীভাবে আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সমস্যায় প্রভাবিত হয় এবং তা সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে মোকাবেলা করে (মধ্যস্থতা, সালিসি, নিষেধাজ্ঞা, জোট গঠন)
- আন্তর্জাতিক সমস্যা কীভাবে ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়াবলিকে প্রভাবিত করে তার বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশীলতা

খ ৩. বিষয়বস্তু: ক্ষমতা প্রবাহের মৌলিক ধারণা

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন তথ্যসূত্রের নাম জানা ও প্রশ্ন করতে শেখা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- বিভিন্ন সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করতে শেখা (বন্ধুবান্ধব, পরিবার, স্থানীয় সমাজ, বিদ্যালয়, গল্প, কার্টুন, ছায়াছবি, খবর)
- শোনা ও পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা (যোগাযোগের দক্ষতা, ভাষা)
- মুখ্য ধারণা ও মতামতের ভিন্নতাসমূহ শনাক্তকরণ
- জটিল ও পরস্পরবিরোধী বার্তা ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সত্যতা/মতামত, বাস্তবতা/কল্পনা, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি/পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে দক্ষতা (বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম)
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বিষয়জ্ঞান, প্রমাণ ও পক্ষপাতিত্ব
- যেগুলো দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে (জেন্ডার, বয়স, ধর্ম, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণ, নীতিবোধ ও বিশ্বাস)

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: অন্তর্নিহিত ধারণাগুলো অনুসন্ধান এবং বৈষম্য ও ক্ষমতাপ্রবাহের ব্যাখ্যা করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- সমতা ও বৈষম্যের ধারণা
- যেসব নিয়ামক অসমতা ও ক্ষমতাপ্রবাহকে প্রভাবিত করে মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে (অভিবাসী, নারী, শিশু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী)
- বৈশ্বিক সমস্যা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা (মূল ধারণা শনাক্তকরণ, প্রমাণাদি উপস্থাপন, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের মাঝে তুলনা করা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতিত্ব, উস্কানিমূলক বক্তব্য শনাক্তকরণ, তথ্যাবলি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা)

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: কীভাবে ক্ষমতাপ্রবাহ বাক-স্বাধীনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও শাসনতন্ত্রকে প্রভাবিত করে

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- সমসাময়িক বৈশ্বিক বিষয়াবলিকে ক্ষমতার প্রবাহশীলতার আলোকে বিশ্লেষণ করা (জেন্ডার সমতা, বিকলাঙ্গতা, বেকার যুবসমাজ)
- যেসব নিয়ামক নাগরিকত্ব ও তাদের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে (আর্থসামাজিক বৈষম্য, ক্ষমতার প্রভাব ও সম্পর্ক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বৈষম্য, দেশ, সামরিক/পুলিশ, সামাজিক আন্দোলন, ব্যবসায়িক সঙ্ঘ)
- বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা, বিরোধী অথবা সংখ্যালঘুদের চিন্তাধারা, বৈশ্বিক বিতর্ক ও বিশ্ব নাগরিকত্বে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব নিরূপণ করা

খ ৪. বিষয়বস্তু: পরিচয়ের বিভিন্ন স্তরসমূহ

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: কীভাবে আমরা বিশ্বের সাথে মানিয়ে নেই ও সংযোগ স্থাপন করি এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগের কৌশল রপ্ত করি

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- নিজ পরিচয়, অধিকার ও সম্পর্কসমূহ (ব্যক্তি, পরিবার, বন্ধু, সমাজ, অঞ্চল, দেশ)
- নিজ আবাসে তা কীভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত
- নিজ ও অপরের মর্যাদা
- অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- নিজ ও অপরের আবেগের প্রতি যত্নবান হওয়া
- সাহায্য চাওয়া ও অপরকে সাহায্য করা
- সকলের সাথে যোগাযোগ করা, সহযোগিতা করা ও যত্নশীল হওয়া

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: পরিচয়ের বিভিন্ন স্তরসমূহ নিরীক্ষা করা এবং অন্যদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য অনুধাবন করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- কীভাবে ব্যক্তি সমাজের সাথে সম্পর্কিত (ঐতিহাসিকভাবে, ভৌগোলিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে)
- কীভাবে নিজ সমাজের গণ্ডির বাইরে এসব উপায়ে বহিঃবিশ্বের সাথে সংযুক্ত (প্রচার মাধ্যম, ভ্রমণ, সংগীত, খেলাধুলা, সংস্কৃতি)
- দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ
- সহমর্মিতা, ঐক্য, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হিংস্রতা দমন
- আলোচনা, মধ্যস্থতা, পুনর্মিলন, ফলপ্রসূতা
- কঠোর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা
- সহকর্মীদের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: ব্যক্তি কিংবা সামস্টিক ও সামাজিক পরিচয়াদি শনাক্তকরণ এবং এদের মাঝে মানবিক ধারণাবোধের পরিচর্যা করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- বিভিন্ন পরিচয়, বিভিন্ন দলের ব্যক্তির মাঝে অবস্থান
- ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পরিচয়ের জটিলতা, বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ (ব্যক্তি, দল, পেশা ইত্যাদি)
- বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্তকরণ
- সর্বজনীন মানবিকতার প্রতি ঐক্য
- বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসা মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: কীভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিচয় একে অপরের সাথে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক দলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে তা নিরীক্ষা করা

মুখ্য ধারণাসমূহ:

- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যক্তি পরিচয়, সদস্যতার বহুমাত্রিকতা
- বিশ্ব নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সামস্টিক পরিচয় ও মূল্যবোধ
- জটিল ও বহুমাত্রিক ধারণা এবং নাগরিকত্বের ধারণা, আন্তর্জাতিক বিষয়ে সদস্যপদ যার কতগুলো সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদাহরণ (জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উদ্বাস্তু, ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত দাসত্ব, অভিবাসী)
- যেসব নিয়ামক নাগরিক অংশগ্রহণকে সার্থক করে (ব্যক্তিগত অথবা সামস্টিক স্বার্থ, আচরণ, মূল্যবোধ ও দক্ষতা)
- ব্যক্তিগত ও সামস্টিক উন্নয়ন ও সেগুলো রক্ষার্থে অঙ্গীকার

খ ৫. বিষয়বস্তু: সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে সামঞ্জস্য ও পার্থক্য বের করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- বিভিন্ন সামাজিক দল ও সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য ও পার্থক্য বের করা (জেন্ডার, বয়স, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী)
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন
- মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার
- সমস্ত জীবজগত ও পরিবেশের মূল্যায়ন করা ও এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন রকমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক নিয়মের মধ্যে বৈষম্যের তুলনা করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- নিজ সংস্কৃতির বাইরে ভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা
- বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দলের সাথে নীতিনির্ধারণ ও অংশগ্রহণ করা
- সমাজে সুবিচারের ধারণা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করা
- ভিন্নতাকে বোঝা ও মূল্যায়ন করা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি সম্প্রীতি ও ঐক্য

মুখ্য বিষয়াবলি:

- ব্যক্তি ও সামষ্টিক মূল্যবোধের মাঝে পার্থক্য এবং তা কীভাবে তৈরি হয়
- সর্বজনীন মূল্যবোধের গুরুত্ব (শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, বোঝাপড়া, ঐক্য, সহমর্মিতা, যত্নশীলতা, সমতা, অধীনতা, মানবিক মর্যাদা) যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সহায়তা করে
- ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নয়ন সাধন করা এই প্রতিশ্রুতি ধারণ করা (সামাজিক ও পরিবেশগত)

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন দল, সমাজ ও দেশের মধ্যে সম্পর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব
- বৈধতার ধারণা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার
- সমাজের উন্নয়ন সাধন করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ
- মানবাধিকার বিকাশ ও রক্ষা করা

খ ৬. বিষয়বস্তু: ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: একই এবং আলাদা বিষয়কে পার্থক্য করতে পারা এবং সকলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হওয়া

মুখ্য বিষয়াবলি:

- সমাজে কোন কোন বিষয়ে অন্যের সাথে আমাদের মিল রয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে সকলের মধ্যে আলাদা (ভাষা, বয়স, স্বভাব-সংস্কৃতি, জীবনধারা, কৃষ্টি)
- আমাদের কল্যাণে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব
- শোনার, বোঝার, সম্মতি ও অসম্মতি, বিভিন্ন মত ও পরিপ্রেক্ষিতকে মেনে নেওয়ার সক্ষমতা
- নিজ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতা

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চর্চা করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে মিল ও অমিল বুঝতে পারা (বিশ্বাস, ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি, জীবনধারা, জাতিসত্তা)
- ভিন্নতাকে গ্রহণ ও সমাদর করতে শেখা এবং সমাজ ও বৃহৎ পৃথিবীর মানুষের সাথে মিশতে শেখা
- শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে যেসব গুণাবলি ও দক্ষতা প্রয়োজন তা জানা (শ্রদ্ধা, সমতা, যত্নশীলতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, সহনশীলতা, অধীনতা, যোগাযোগ, আপোষ, বিবাদ মিমাংসা, ভিন্নতাকে মেনে নেওয়া, অহিংসা)

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: পার্থক্য ও বহুমুখিতার সুবিধা ও সমস্যার উপর বিতর্ক

মুখ্য বিষয়াবলি:

- ব্যক্তি, দল, সমাজ, জাতিপুঞ্জের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে ব্যাক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব
- ভিন্নমুখী ও জটিল দৃষ্টিভঙ্গি (জাতিসত্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, জেন্ডার ও বয়স) ও নিয়ামক দ্বারা আমাদের জীবন-যাপন প্রভাবিত হয়
- একসাথে বসবাস করার ক্ষেত্রে যেসব বাধা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, (বর্জন, অসহিষ্ণুতা, ছকবাঁধা ব্যক্তিত্ব, বৈষম্য, অসমতা, অগ্রাধিকার, কায়েমী স্বার্থ, ভয়, বিচ্ছিন্নতা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অসম বণ্টন)
- কীভাবে ব্যক্তি ও দল বিভিন্ন পরিচয় ও সদস্যপদের মাধ্যমে বৈশ্বিক সমস্যায় অবদান রাখে
- কীভাবে আলোচনা ও আপোষরফার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: বিভিন্ন দল ও ভাবধারার সাথে মানিয়ে নিতে মূল্যবোধ, আচরণ ও দক্ষতার বিকাশ ও প্রয়োগ

মুখ্য বিষয়াবলি:

- পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং মিশ্র সমাজ ও সংস্কৃতিতে বসবাসের সমস্যা (ক্ষমতা অপব্যবহারে সৃষ্ট অসমতা, দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, ছকেবাঁধা ব্যক্তিত্ব)
- ভিন্নমুখী ও জটিল দৃষ্টিভঙ্গি
- বৈশ্বিক বিষয়সমূহে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তৎপরতা করে এমন সংস্থা যেমন-নারী, শ্রম, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, তৃতীয় জেন্ডার)
- নিজ বলয়ের বাইরে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ ও মুল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি
- শান্তি ও অহিংস সমাজের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সক্রিয় হওয়া (স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

খ ৭. বিষয়বস্তু: ব্যক্তি অথবা সামস্টিক কর্মতৎপরতা

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: আমাদের পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়

মুখ্য বিষয়াবলি:

- আমাদের প্রচেষ্টা এবং কর্ম কীভাবে আবাসস্থল, স্কুলসমূহ, দেশ এবং পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তোলে এবং পরিবেশ রক্ষায় অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে পারে
- একসাথে কাজ করতে শেখা (সমাজের সমস্যা সমাধানে যৌথ-প্রকল্পে কাজ করা, যেমন-একত্রে তথ্য সংগ্রহ করা ও বিভিন্ন উপায়ে তা উপস্থাপন ও প্রচার করা)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জন

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কাজের গুরুত্ব আলোচনা করা এবং সামাজিক কাজে নিয়োজিত থাকা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- ব্যক্তিক, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন
- বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে নাগরিকের ব্যক্তিগত বা যৌথ অংশগ্রহণ (পক্ষ সমর্থন, সমাজসেবা, প্রচার মাধ্যম, সরকারি প্রক্রিয়া, যেমন- ভোটদান)
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক আন্দোলন, নাগরিকবৃন্দ তাদের সমাজ উন্নয়নে কী পদক্ষেপ রাখে ও বৈশ্বিক সমস্যায় কী ধরনের সমাধান দেয়
- ব্যক্তি ও দলের উদাহরণ যারা নাগরিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বিশাল পরিবর্তন এনেছেন (নেলসন ম্যান্ডেলা, মালালা ইউসুফজাই, রেড ক্রস/ক্রিসেন্ট, ডক্টরস উইদাউট বর্ডার, দ্য অলিম্পিক) এসবের ভাবধারা, কার্যক্রম ও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা
- এটা বুঝতে পারা যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: কীভাবে ব্যক্তি ও দল স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ করে এবং সক্রিয় হয়

মুখ্য বিষয়াবলি:

- কর্মতৎপর হওয়ার নিমিত্তে ব্যক্তি ও দলের ভূমিকা ও দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করা (সরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী দল)
- আগে থেকে কাজের ফলাফল অনুমান ও বিশ্লেষণ করা
- সমাজ উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ চিহ্নিত করা (রাজনৈতিক পদ্ধতি, প্রচার মাধ্যম ও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া, বাইরের চাপ, সামাজিক আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন, পক্ষ সমর্থন)
- নাগরিক অংশগ্রহণের উপকার, সুযোগ ও প্রভাব

  ব্যক্তি এবং দলগত পর্যায়ে সাফল্য-ব্যর্থতার নিয়ামকসমূহ

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সার্থক নাগরিক তৎপরতার জন্য দক্ষতাসমূহের বিকাশ ও প্রয়োগ

মুখ্য বিষয়াবলি:

- নাগরিক সম্পৃক্ততা বাড়ানো অথবা কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ামকসমূহ বিশ্লেষণ করা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বাধা, নির্দিষ্ট দলে অংশগ্রহণ করা, যেমন- নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিকলাঙ্গ, যুবসমাজ)
- আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, মত প্রকাশ ও কর্মতৎপরতার সব থেকে ভাল উপায় অবলম্বন করা (কার্যকারিতা, ফলাফল, নৈতিকতা)
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে যৌথ-প্রকল্প (পরিবেশ, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সমকামীদের প্রতি ঘৃণা, স্বজাতিকতা)
- কার্যকরী রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযোজ্য দক্ষতাসমূহ (বিশ্লেষণধর্মী জিজ্ঞাসা ও গবেষণা, প্রমাণের ব্যাখ্যা, পরিকল্পনা ও সংগঠিত হওয়া, যুক্তিপূর্ণ তর্ক, যৌথ উদ্যোগ, কাজের ফলাফলের সম্ভাব্য অনুমান, সাফল্য-ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া)

খ ৮. বিষয়বস্তু: নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন আচরণ

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ কীভাবে অন্য মানুষ ও পৃথিবীকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে আরও দায়িত্ববান হওয়া যায়

মুখ্য বিষয়াবলি:

- নিজ, অপর ও পরিবেশের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধাশীলতার গুরুত্ব
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক) এবং ধনী/দরিদ্র, সঠিক/বেঠিক-এর ধারণা
- মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক
- সম্পদের টেকসই ব্যবহারের অভ্যাস
- স্বনির্বাচিত কার্যক্রম যা মানুষ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে
- ভাল-মন্দ বোধশক্তি অর্জন এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্ববোধের মর্ম উপলব্ধি এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার বাস্তবিক প্রয়োগ

মুখ্য বিষয়াবলি:

- নৈতিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং সক্রিয় বিশ্ব-নাগরিক বলতে কী বোঝায়
- বৈশ্বিক সমস্যাবলির মধ্যে কতটুকু স্বচ্ছতা রয়েছে তার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা (জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্যে সমতা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সম্পদের সুষম বণ্টন)
- বৈশ্বিক অবিচারের বাস্তব উদাহরণ (মানবাধিকার লঙ্ঘন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জেন্ডার বৈষম্য, যুদ্ধে শিশুর অংশগ্রহণ)
- ব্যক্তিজীবন, স্কুলজীবন এবং সমাজজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা এবং দায়িত্বশীল আচরণ প্রদর্শন করা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংকট ব্যক্তিগত ও সামস্টিক পর্যায়ে বাধাস্বরূপ দেখা দেয় সেগুলোর বিশ্লেষণ করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্ববোধ যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্নরূপে পরিগণিত হয় এবং যে-সমস্ত বিশ্বাস, মুল্যবোধ ও নিয়ামক একে প্রভাবিত করে
- এই ভাবধারা কীভাবে ন্যায্য/অন্যায্য, নৈতিক/অনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে
- বৈশ্বিক সমস্যায় কার্যকর ও ন্যায্য অংশগ্রহণ (সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ঐক্য, সংলাপ, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা)
- নৈতিকতার উভয় সংকট (শিশুশ্রম, খাদ্য নিরাপত্তা, বৈধ ও অবৈধ কর্মপন্থা যেমন সহিংসতা) যা নাগরিকগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে মোকাবেলা করে থাকে

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্ববোধের সমস্যাগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা এবং বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া

মুখ্য বিষয়াবলি:

- কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়িত্ববোধের মতবাদসমূহ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নাগরিক অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে (রাজনৈতিক আন্দোলনের সদস্যপদ, সমাজ সেবা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ)
- প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিকতা (পারমাণবিক শক্তি ও অস্ত্র, আদিবাসীদের অধিকার, সেন্সর বা বিবাচন, প্রাণী জগতের প্রতি নিষ্ঠুরতা, ব্যবসায় করা)
- বিভিন্ন অস্বচ্ছ ও সংঘাতপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা
- অবিচার ও অসমতার বিরুদ্ধে অবস্থান
- নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করা

খ ৯. বিষয়বস্তু: সক্রিয়ভাবে কাজ করা

প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক (৫-৯ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সক্রিয় নাগরিকত্বের গুরুত্ব

মুখ্য বিষয়াবলি:

- নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগত ও সামস্টিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব
- ব্যক্তি ও বিভিন্ন দলসমূহ যারা সমাজ উন্নয়নে কাজ করে (নাগরিক, ক্লাব, যোগাযোগ, সংস্থা, কার্যক্রম, উদ্যোগ)
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে শিশুদের ভূমিকা (পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, দেশ ও পৃথিবীতে)
- ঘর, বিদ্যালয় ও সমাজে কীভাবে নাগরিক হিসেবে নিয়োজিত হওয়া যায়
- সংলাপ ও বিতর্কে অংশগ্রহণ
- শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- দলবদ্ধ হয়ে কার্যকরভাবে কাজ করা

উচ্চ প্রাথমিক (৯-১২ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ অনুসন্ধান করা এবং উদ্যোগী হওয়া

মুখ্য বিষয়াবলি:

- কীভাবে সবাই বিভিন্ন সংগঠনে অংশগ্রহণ করে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে
- যে সমস্ত নিয়ামক অনুকূলে ও প্রতিকূলে কাজ করে
- দল ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব (ক্লাব, নেটওয়ার্ক, খেলাধুলার দল, ইউনিয়ন, পেশাদার সংগঠন)
- প্রকল্পে যুক্ত হওয়া এবং লেখার কাজ করা
- সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ
- বিদ্যালয় থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ রপ্ত করা

নিম্ন মাধ্যমিক (১২-১৫ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: সক্রিয় অংশগ্রহণের দক্ষতা অর্জন এবং সবার ভালোর জন্য কাজ করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- ব্যক্তিক প্রেরণা যা সক্রিয় নাগরিক হতে সহায়তা করে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মতৎপরতায় যেসব গুণ ও নৈতিকতা কাজ করে
- সমাজে কাজ করে বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবেলায় যুক্ত হওয়া
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে কাজ করা
- প্রযোজ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশ ও প্রয়োগ করা; যা মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মান দ্বারা নির্ধারিত হয়
- স্বেচ্ছাশ্রম ও সেবা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি
- সামাজিক নেটওয়ার্ক (সহকর্মী, সুশীল সমাজ, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি)
- সামাজিক উদ্যোক্তা তৈরি
- ইতিবাচক ব্যবহার রপ্ত করা

উচ্চ মাধ্যমিক (১৫-১৮+ বছর)

শিক্ষার উদ্দেশ্য: উন্নয়নের জন্য কাজ করা ও উন্নয়নের প্রতিনিধিত্ব করা

মুখ্য বিষয়াবলি:

- সক্রিয় বিশ্ব নাগরিক হওয়া এবং নিজ ও সমাজকে পরিবর্তনের উপায় জানা
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য যেসব বিষয়বস্তু দরকার তার বিশ্লেষণ ও শনাক্তকরণে সহায়তা করা
- ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য দূরদৃষ্টি, পরিকল্পনা ও কুশলী পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা
- সামাজিক উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা
- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবদানকে বিশ্লেষণ করা
- অপরকে ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা ও সমর্থন দেওয়া
- যোগাযোগ, আলাপ আলোচনা এবং পক্ষ সমর্থনের দক্ষতা অর্জন করা
- গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও মতপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা

সারণি গ: প্রধান শব্দাবলি

এই সারণিতে কতগুলো ইঙ্গিতবাহী শব্দ রয়েছে, যা উপরোক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা ও কাজ করতে সহায়তা করবে। এগুলো মূল ভাবধারা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে। প্রয়োজনে বৈশ্বিক সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ এর সাথে যোগ করা যেতে পারে।

বৈশ্বিক এবং স্থানীয় সমস্যা ও তাদের মধ্যস্থ সম্পর্ক/স্থানীয় জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থা এবং কাঠামো সমস্যাসমূহ যা তাদের মধ্যস্থ মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত ও সংযুক্ত করে/অন্তর্নিহিত অনুমানের এবং ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি	▪ নাগরিকত্ব, কর্মসংস্থান, বিশ্বায়ন, অভিবাসন, আন্তঃসংযোগ, পারস্পরিক নির্ভরতা, অভিবাসন, চলাচল, উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক, রাজনীতি, শক্তি-সম্পর্ক ▪ ন্যায়বিচার, সম্মতির বয়স, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, খাদ্য নিরাপত্তা, সুশাসন, স্বাধীন অভিব্যক্তি, জেন্ডার সমতা, মানবিক আইন, শান্তি, শান্তিস্থাপন, জনকল্যাণ, দায়িত্বসমূহ, অধিকারসমূহ (শিশু অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, মানবাধিকার, আদিবাসী অধিকার, শিক্ষার অধিকার, নারী অধিকার), আইনের শাসন, নিয়ম, স্বচ্ছতা, মঙ্গল (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত) ▪ অত্যাচার, শরণার্থী, শিশুশ্রমিক, শিশুসৈন্য, সেন্সরশিপ, সংঘাত, রোগ (ইবোলা, এইচআইভি ও এইডস), অর্থনৈতিক বৈষম্য, চরমপন্থা, গণহত্যা, বৈশ্বিক দারিদ্র্য, বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা, পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক অস্ত্র, বর্ণবাদ, শরণার্থী, যৌনতা, সন্ত্রাসবাদ, বেকারত্ব, অসম সম্পদ, সহিংসতা, যুদ্ধ ▪ নাগরিক সমাজ, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, বহুজাতিক কর্পোরেশন, প্রাইভেট সেক্টর, ধর্মীয় বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, অংশীদারিত্ব, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, যুবসমাজ ▪ জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জরুরি অবস্থা, জরুরি অবস্থায় সহযোগিতা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, টেকসই উন্নয়ন, পানির গুণাগুণ ▪ ভূগোল, ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার, দাসত্বের উত্তরাধিকার, মিডিয়া সাক্ষরতা, সামাজিক মিডিয়া
স্বকীয়তা ও পারস্পরিক সম্পর্কের চর্চা করা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া	▪ সম্প্রদায়, দেশ, বিচ্ছিন্ন জনপদ, পরিবার, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, নিজ এবং অন্যের, পৃথিবী ▪ দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সাধারণ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ, পরিচয় (যৌথ পরিচয়, সাংস্কৃতিক পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, জাতীয় পরিচয়, ব্যক্তিগত পরিচয়), আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ, ভাষাসমূহ (দ্বিভাষিকতা/বহুভাষিকতা), ধর্ম, যৌনতা, মান, সিস্টেম, মূল্যবোধ ▪ যত্ন, সমবেদনা, উদ্বেগ, সহানুভূতি, ন্যায্যতা, সততা, একাগ্রতা, উদারতা, ভালবাসা, সম্মান, সংহতি, সহনশীলতা, বোধগম্যতা, বিশ্বমুখী মানসিকতা ▪ দৃঢ়তা, যোগাযোগ, দ্বন্দ্ব নিরসন, সংলাপ, অন্তর্ভুক্তি, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ, জীবন দক্ষতা, পার্থক্য ব্যবস্থাপনা (যেমন-সাংস্কৃতিক পার্থক্য), পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, মধ্যস্থতা, আলোচনা, অংশীদারিত্ব দক্ষতা (আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয়), প্রতিরোধ (দ্বন্দ্ব, গালমন্দ, দাঙ্গা, সহিংসতা) সম্পর্ক, পুনর্মিলন, রূপান্তর, গ্রহণযোগ্য-সমাধান ▪ প্রাণীজগতের প্রতি নিষ্ঠুরতা, দাঙ্গা, বৈষম্য, বর্ণবাদ, সহিংসতা (জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, বিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (এসআরজিবিভি)
অংশগ্রহণ, কার্য সম্পাদন এবং নৈতিক দায়িত্বপালন	▪ খরচ অথবা ভোগের অভ্যাস, যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিকতার প্রশ্ন, নৈতিক দায়িত্ব, ন্যায্য ব্যবসা, মানবিক ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার ▪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ, হিসাব দক্ষতা, উদ্ভাবন

৩

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা বাস্তবায়ন

৩.১ শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কীভাবে এটি অন্তর্ভূক্ত করা হবে

বৈশ্বিক শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তবে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে কিছু কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে; সেগুলো নিচের বাক্সে দেওয়া হল। এই বিষয়ে নীতিনির্ধারণের আগে কতগুলো ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন যেমন, শিক্ষা-নীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি, স্কুল ও শিক্ষাক্রম, শিক্ষকদের সক্ষমতা; পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈচিত্র্য এবং ব্যাপক সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এখানে আলোচনা করা হল।

সফলভাবে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রদানের জন্য উপাদানসমূহ

- অংশীজনদের চিন্তা-চেতনা নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা
- দীর্ঘমেয়াদি এবং টেকসই ব্যবস্থা
- বিভিন্ন ছোটখাটো বিষয়াবলিসহ সম্পূর্ণ সামগ্রিক এবং পদ্ধতিগতভাবে সুশৃঙ্খল উপায়ে আত্মীকরণ
- প্রতিবছর বিশেষ করে বৃহত্তর সমাজে ও স্কুলে জোর দিয়ে পড়ানো হবে
- স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্ব পরিসরে ব্যাপৃত করতে হবে
- শিক্ষকদের চাকরিপূর্ব ও চাকরিকালীন অব্যাহত প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যৌথভাবে টেকসই উন্নয়ন করতে হবে
- গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে
- পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক সমন্বয় করতে হবে
- সহযোগিতামূলক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রক্রিয়া যা দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা নিশ্চিত করে এবং যেখানে পর্যায়ক্রম পর্যালোচনার ব্যবস্থাও বিদ্যমান থাকতে হবে

সূত্র: Education Above All (2012). *Education for Global Citizenship*

৩.১.১ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রদান ও মূল্যায়নের জন্য প্রথমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা; যা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরিতে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। ২ নং অধ্যায়ে প্রস্তাবিত শিক্ষার উদ্দেশ্য যা শিক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক-আবেগীয় এবং আচরণগত বিষয়বস্তুর উপর সমন্বিত গুরুত্ব প্রদান করে; যা উদাহরণ হিসেবে কাজ করে, এবং কোন দেশের প্রেক্ষাপটে অথবা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও উন্নয়নের স্তরভেদ অনুসারে অভিযোজিত হতে পারে (নিচের উদাহরণ দেখুন)।

অস্ট্রেলিয়ায়, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার সাথে মিল রেখে শিক্ষাক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনটি মিশ্র-কারিকুলাম এবং সাতটি সাধারণ যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মিশ্র-কারিকুলাম অগ্রাধিকার বিষয়গুলো হচ্ছে: টেকসই উন্নয়ন; এশিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার সংযোগ; আদিবাসী এবং টরেস স্ট্রেট দ্বীপবাসীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি। সাধারণ যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা, গণনা, আইসিটি যোগ্যতা, বিশ্লেষণধর্মী এবং সৃজনশীল চিন্তা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগ্যতা, আন্তঃসাংস্কৃতিক বোধগম্যতা এবং নৈতিক আচরণ। এগুলো শিক্ষাক্রমের প্রত্যেকটি বিষয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কলম্বিয়ায়, শিক্ষাক্রমে চারটি মৌলিক যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্য থাকে; ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান এবং নাগরিক দক্ষতা। নাগরিক যোগ্যতা বলতে তীক্ষ্ণ যুক্তি, অন্যদের প্রতি যত্ন, যোগাযোগ দক্ষতা, কর্মে প্রতিফলন, শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় এবং সম্প্রদায় বিষয়ক ক্ষেত্র ইত্যাদি ক্রস-কারিকুলামের মাধ্যমে তৈরি হয়। ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম এবং ১১তম শ্রেণির জন্য শেখার প্রত্যাশা তিনটি গ্রুপে সংগঠিত হয়। মিলেমিশে বসবাস এবং শান্তি; গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ; এবং বৈচিত্র্য। এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয়, যোগাযোগ এবং সমন্বিত বিকেন্দ্রীকৃত বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব শিখন শিখানো উপকরণ উন্নয়ন ঘটাবে।
HTTP: // WWW mineducacion.gov.co/1621/articles340021-_recurso_1.pdf

ইন্দোনেশিয়ায়, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা সংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত মৌলিক যোগ্যতাগুলো তাদের মূল শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সৎ আচরণ, দায়বদ্ধতা, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে বোঝায়।

ফিলিপাইনে, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে "একসঙ্গে বসবাসের জন্য শিক্ষা" এই নামে K12- শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। এটি 'হোল পার্সন এপ্রোচ'-এ কার্যকরী যোগাযোগ দক্ষতা এবং মিডিয়া ও তথ্য-সাক্ষরতার উপর জোর দেয়। এটি মূল্যেবোধের শিক্ষা, যা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার সাথে অতি প্রাসঙ্গিক; যেখানে আত্মসম্মান, মানুষের সাথে সাদৃশ্য, দেশপ্রেম এবং বিশ্বব্যাপী সংহতির মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে, জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখা বিশ্বব্যাপী নাগরিক হওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যেমন- প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা হিসেবে সহনশীলতা, সহানুভূতি এবং সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা স্থান পেয়েছে। উপরন্তু, একটি ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা কেন্দ্র হতে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার প্রসার ঘটায় যেখানে সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও বিদ্যালয়গুলো সমপৃক্ত এবং এটিকে ২০১৬ সালে পরীক্ষামুক্ত সেমিস্টারে উন্নীত করে সারাদেশে প্রসারিত করা হবে।

তিউনিসিয়ায়, ২০০০ সালে শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাভিত্তিক পদ্ধতি হিসাবে চালু করা হয়েছিল। অধিকন্তু আইসিটি শিক্ষা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (infoDev) সর্বস্তরে আইসিটি চালু করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় (InfoDev) এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয় ও একটি নতুন নাগরিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় অংশী সংস্থার মাধ্যমে চালু করা হচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ জেন্ডার সমতা যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।(ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন, ২০১৪)

৩.১.২ শিক্ষাদানের পদ্ধতিসমূহ

সবচেয়ে সাধারণ উপায়ে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষাদানের পন্থা হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক আন্তঃশিক্ষাক্রম হিসেবে; বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি সমন্বিত উপাদান; বা শিক্ষাক্রমের মধ্যে একটি পৃথক, একক বিষয় হিসাবে। এই পদ্ধতিগুলো একে অপরের পরিপূরক হতে পারে এবং সর্বোচ্চ প্রভাব রাখতে পারে যখন একসঙ্গে গৃহীত হয়। নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন কোন উপায়গুলো তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাক্রমের অগ্রাধিকার, প্রাপ্ত সম্পদ ও অন্যান্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

স্কুলব্যাপী শিক্ষা: বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সমস্যা বিদ্যালয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার এবং স্কুল নীতিমালায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, শিক্ষার পরিবেশ, শিখন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করে। স্কুল বা ‘সম্পূর্ণ স্কুল’ পন্থাগুলো বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার ফলাফলকে একীভূত করে বিদ্যমান সব স্তরের বিষয় অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার, আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মীভিত্তিক ক্লাব, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন জায়গায় স্কুলের সংযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে।

দেশের উদাহরণ

ইংল্যান্ড, শিক্ষা ও দক্ষতা বিভাগে **স্কুল শিক্ষাক্রমের বৈশ্বিক মাত্রা** উন্নয়ন প্রকাশ করেছে, এই প্রকাশনাটি মূলত প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র ব্যবস্থাপক এবং কারিকুলাম উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য। এর লক্ষ হলো, কীভাবে শিক্ষাক্রম এবং স্কুল জুড়ে শিক্ষার আন্তর্জাতিক মাত্রা সমন্বিত করা যায়। এতে ৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর জন্য উদাহরণ রয়েছে। আটটি মূল ধারণা-বৈশ্বিক নাগরিকত্ব, সংঘাতের সমাধান, বৈচিত্র্য, মানব অধিকার, নির্ভরশীলতা, টেকসই উন্নয়ন, মূল্যবোধ ও উপলব্ধি এবং সামাজিক বিচার। উদাহরণস্বরূপ, এটি ব্যক্তিগত প্রসার, সামাজিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ছবির মাধ্যমে আলোচনার জন্য সারা বিশ্বে শিশুদের মধ্যে প্রচারের নির্দেশনা দেয়, এছাড়া কার্যক্রম, গল্প এবং বিভিন্ন স্থানের শিশুদের ভ্রমণের আলোচনা রয়েছে।

আন্তঃশিক্ষাক্রম: বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা একজন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার উৎসাহ দেয়। এই প্রসঙ্গে,বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়সমূহ বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আন্তঃশিক্ষাক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি চ্যালেঞ্জিং বা কঠিন মনে হতে পারে যদি কোনো পূর্ব ধারণা বা অভিজ্ঞতা না থাকে। তথাপি তারা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন চাহিদায় সাড়া দেয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করে।

নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে অঙ্গীভূতকরণ: বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কতগুলো বিষয়ের মধ্যে অঙ্গীভূত করা যেতে পারে যেমন- পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংগীত এবং কলা। এছাড়া কলার অন্তর্গত ভিজ্যুয়াল আর্ট, সংগীত এবং সাহিত্য আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা তৈরি করে, আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটায় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সংলাপ সহজতর করে; গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণে মূল ভূমিকা রাখে। দলগত কাজ যেমন- মতামত বিকাশের সুযোগ, বৈচিত্র্য, সামাজিক সংহতি এবং সমতা বিকাশে খেলাধুলা বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পৃথক, স্বতন্ত্র বিষয়: বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার উপর পৃথক কোর্স সাধারণত কম, যদিও কিছু দেশে বৈশ্বিক নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার দিকগুলো আলাদাভাবে শেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে ২০০৯ সনে শিক্ষাক্রমে 'সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতার কার্যক্রম' শিরোনামে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় চালু হয় যার লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা, সৃজনশীলতা এবং চরিত্র গঠন জোরদার করা। যাহোক, এটি অর্জন করার জন্য গৃহীত কার্যক্রম- উদাহরণস্বরূপ, যুব সংগঠন, স্কুল এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা- বিদ্যালয় জুড়ে গৃহীত এই ধরনের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিস্তরণ করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ, এনজিও জোট এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক সহযোগিতা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বিদ্যালয় ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি করতে হবে বৈশ্বিক এবং স্থানীয় বিষয়গুলোতে কাজ করার জন্য এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের কাজে লাগাতে হবে (নিচের উদাহরণ এবং সংযুক্তি ১ দেখুন)।

দেশের উদাহরণ

অ্যাকটিভেট, দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ নেতাদের একটি নেটওয়ার্ক যা সামাজিক সমস্যার সৃজনশীল সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দেশের সকল পটভূমি ও প্রদেশ থেকে যুবকেরা দুই বছরের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। প্রথম বছরে একটি বিশেষ বিষয়ে তিনটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বছরে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট কাজের উপর অ্যাকশন গ্রুপ গঠন করে ও তারা জনসাধারণের মাঝে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বলেন যে, কীভাবে তিনি তার স্থানীয় জনসমাজে কাজ করেন এবং যুব-সমাজকে অসামাজিক কাজে যোগদান এবং নেশা থেকে বিরত রাখেন। তিনি সাত বছর গ্যাং ও ড্রাগ এর সঙ্গে এবং কারাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন: "দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য আমার স্বপ্ন হচ্ছে যে, এখানে তরুণরা ঘুরে দাঁড়াতে শিখবে এবং তারা রোল মডেল হবে ... নিজেকে নিয়ে ভাব, বাস্তববাদী হও এবং নিজের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাও"।

http://www.activateleadership.co.za/blog/5-mins-with-fernando#sthash.dRCXMqPx.dpuf

হাই রিজলভস একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা উদ্যোগ (FYA নামক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত, অস্ট্রেলিয়ায় তরুণদের জন্য একমাত্র জাতীয়,স্বাধীন অলাভজনক সংস্থা) ৮ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক নাগরিকত্ব প্রোগ্রাম এবং আরো বৈশ্বিক নেতৃত্বের প্রোগ্রাম গঠিত হয় ৯ম এবং ১০ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য। এটা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক সমাজ উন্নয়নে তাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বিবেচনা করার জন্য কর্মশালা,সিমুলেশন,নেতৃত্বের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং হাতেকলমে শিক্ষা প্রকল্প।

২০০৫ সাল থেকে ১২০ টি স্কুলে ৮০,০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন।উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সালে, শিক্ষার্থীরা এমন একটি প্রজেক্টে জড়িত ছিল যারা বিকলাঙ্গদের অধিকার, মানবপাচার, শরণার্থী অন্তর্ভুক্তি এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এর উপর কাজ করে।

http://www.highresolves.org http://www.fya.org.au/inside-fya/initiatives/high-resolves

শান্তিই প্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা, যেখানে যুব স্বেচ্ছাসেবকরা শিশুদের সাথে অংশগ্রহণমূলকভাবে কাজ করে তাদের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এর পিছনে যুক্তি হল, শিশুরা প্রকৃতিগতভাবে সৃজনশীল এবং সমস্যা সমাধানকারী চিন্তাধারার অধিকারী। এই কর্মসূচি সচেতনতা, সহানুভূতি, নিরবচ্ছিন্নতা এবং সম্পর্কের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর করে। এটি **কলম্বিয়ার** গ্রামীণ এলাকায়ও স্থানীয় সরকার এবং এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সংস্থাটি বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি শিক্ষাক্রম তৈরি করেছে। এই সংস্থা বন্ধুত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, দ্বন্দ্বের নিরসন, অভিজ্ঞতামূলক কার্যক্রমের ফলাফল এবং সহযোগিতামূলক তৎপরতা তাদের পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১ম গ্রেডে তারা অনুভূতি ও যোগাযোগ সম্পর্কে জানতে শেখে, ৩য় গ্রেডে দক্ষতা ও সচেতনতা বিকাশ, যোগাযোগ এবং সহযোগিতা, ৪র্থ গ্রেডে সাহসিকতার অনুশীলন ও দৃঢ় অবস্থান নেওয়া এবং ৫ম গ্রেডে কীভাবে দ্বন্দ্বের সমাধান করবে তা অন্বেষণ করে। http://peacefirst.org

৩.১.৩ প্রতিকূল পরিবেশে বাস্তবায়ন

কোনো কোনো পরিবেশে শিক্ষাবিদ এবং নীতি-নির্ধারকগণ আর্থিক এবং/অথবা মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা মুখোমুখি হন। এছাড়া অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জ যা পদ্ধতি সংস্কার প্রক্রিয়া বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কার্যক্রম কঠিন করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুলগুলোতে বই ও অন্যান্য সম্পদের অভাব বা জনাকীর্ণ শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের সীমিত অথবা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং জাতীয় পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির চাপ উল্লেখযোগ্য। সংকটপূর্ণ অবস্থায় যুক্ত হয় বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং/অথবা সাংস্কৃতিক সংবেদনশীল বিষয়-শিক্ষা বিতরণ এবং সিস্টেম পুনর্গঠনের অগ্রাধিকার-তা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এরকম সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতেও বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে সম্পদনির্ভর বা পদ্ধতিগত উদ্যোগগুলো স্বল্পমেয়াদি পরিসরে যদিও অবাস্তব মনে হতে পারে তথাপি বাস্তবিকভাবে নীতি এবং পরিকল্পনাগত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, যা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষাকে একীভূত করে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার সব স্তরে ছড়ানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ, বিকল্প পদ্ধতিতে কিছু বিদ্যালয় ইউনেস্কো ASPnet বিদ্যালয়ের উপ-সেটের সঙ্গে কাজ করবে। অন্য বিকল্প পদ্ধতি শিখন পদ্ধতির উপর কাজ করবে, শিক্ষক নিয়োগের পূর্ব ও পরে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম সংশোধন করে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার সন্নিবেশ ঘটাবে[৯]। আরেকটি কাজ হলো স্কুল প্রকল্প হাতে নেওয়া; যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ ও প্রেষণা লাভ করবে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কৌশলগতভাবে বাস্তবসম্মত প্রকল্প (বিভিন্নতা থাকবে) গ্রহণ করতে হবে এবং সেখান থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে।

৩.২ শ্রেণিকক্ষে কীভাবে পাঠদান করা হবে?

৩.২.১ শিক্ষকদের ভূমিকা ও সহায়িকা

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রদানের জন্য দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন; যাদের অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রয়েছে। শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা হবে একজন গাইড এবং সহায়তাকারী হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্লেষণধর্মী জিজ্ঞাসা এবং জ্ঞান বিকাশে উৎসাহ প্রদান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং আচরণ, যা ব্যক্তি এবং সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদদের সীমিত অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রাক-পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং চলমান উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ অত্যন্ত জরুরি এই জন্য যে, এটি বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত করে[১০,১১] (শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগের উদাহরণ দেখুন সংযুক্তি ১)।

এটা অনস্বীকার্য যে, কার্যকরী বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষাবিদদের প্রতি তাদের প্রধান শিক্ষক, কমিউনিটি ও অভিভাবকদের সমর্থন প্রয়োজন এবং সাথে সাথে স্কুলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় - এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে শুধু না-বুঝে মুখস্ত করানো হয়[১২]।

৯. For a more in-depth discussion of approaches for implementing global citizenship education in under-resourced or difficult settings, please see Education Above All (2012). Education for Global Citizenship.

১০. UNESCO Education for All; Gopinathan et al, The International Alliance for Leading Education Institutes (2008); Longview Foundation (2009).

১১. Kerr (1999).

১২. Ajegbo Report (2007).

৩.২.২ শিক্ষার পরিবেশ

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রসারের জন্য নিরাপদ, সমন্বিত এবং অংশগ্রহণমূলক শেখার পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের পরিবেশ শিখন শিখানো অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করে, শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা মুল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তারা এটাও নিশ্চিত করে যে, সব শিক্ষার্থী যেন নিজেকে মূল্যবান এবং অঙ্গীভূত মনে করে, এবং সহযোগিতা ত্বরান্বিত করে, সুসম্পর্ক, সম্মান, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং অন্যান্য গুণ ও দক্ষতা, যা একটি বৈচিত্র্যময় বিশ্বে বাস করার জন্যে প্রয়োজন। এমন পরিবেশ বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য একটি নিরাপদ স্থানও প্রদান করে। কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে শিক্ষাবিদরা মূল ভূমিকা পালন করে। তারা নিরাপদ, সমন্বিত এবং আকর্ষণীয় শেখার পরিবেশ তৈরির বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, বাস্তব ক্ষেত্রে চলমান নিয়ম-নীতির সাথে সহমত পোষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সাথে কাজ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে যৌথভাবে কাজ করতে পারে সেজন্যে শ্রেণিকক্ষগুলোকে সেভাবে সাজানো যেতে পারে। শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে জানতে পারে এবং নিজেদের কাজকর্ম প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া যেতে পারে। কোনো কিছুই যেন শেখার সুযোগ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এই কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পটভূমি, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, জেন্ডার এবং যৌন বিষয়ক ধারণা অন্যতম।

দেশের উদাহরণ

সিয়েরালিওনে ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো ইউনিসেফের সাথে একযোগে কাজ করে **উদ্ভূত সমস্যাবলি** চিহ্নিত করে। তাদের লক্ষ্য ছিল সংঘাত পরবর্তী পুনর্গঠনে শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিখন পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়তা করা। তাদের প্রশিক্ষণে মানবাধিকার, নাগরিকত্ব, শান্তি, পরিবেশ, প্রজনন স্বাস্থ্য, মাদকদ্রব্য অপব্যবহার, জেন্ডার বৈষম্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কোর্সের উপকরণসমূহ চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণ এবং একই সঙ্গে নিবিড় ও দূর-শিখন পদ্ধতির চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল।
http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issuesteacher-training-programme/

শ্রীলঙ্কায় ২০০৮ সালের সামাজিক সংহতি ও শান্তির জন্য তৈরি জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জিআইজেড **সম্মিলিতভাবে সামাজিক সংহতির জন্য শিক্ষা (ইএসসি)** কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো, দেশের নয়টি প্রদেশের ২০০টি পরীক্ষামূলক স্কুল নির্বাচন করে সেখানে সামাজিক সংহতির জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে নিয়ে সবাইকে একই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে।এসকল স্কুলগুলো মূলত যুদ্ধ-উত্তর সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় অবস্থিত যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীরা বাস করে। এদের কার্যক্রমগুলোতে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন-শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, বহুভাষী শিক্ষা, মনোসামাজিক উদ্বেগ এবং দুর্যোগ মোকাবেলা। এখানে স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ এবং সংখ্যাগত ও গুণগত মান নির্ধারণের জন্য শিক্ষক ও প্রশাসকদের সহায়তা প্রদান করা। এই কার্যক্রমের একটি পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, এসকল পরীক্ষামূলক স্কুলগুলো ইতোমধ্যে অন্যদের জন্য আদর্শ বা মডেল হিসেবে কাজ করছে।
https://www.giz.de/en/worldwide/18393.html

৩.২.৩ শিখন শিখানো চর্চা

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কীয় নির্দিষ্ট শিখন শিখানো চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে[১৩]। এই শিক্ষা অংশগ্রহণমূলক, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, নিবিড় শিখন শিখানো চর্চা-কেন্দ্রিক, যেমন- এতে বিভিন্ন শিখন প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের চর্চাগুলো বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মুখ্য পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে তৈরিকৃত। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ এবং গভীরতা বৃদ্ধির জন্য একটি অত্যাধুনিক শিখন শিখানো পরিসর প্রয়োজন যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প, সহযোগিতামূলক কাজ, অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষা এবং সেবা শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে শিক্ষকদের জন্য তথ্যের ও জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে যা তারা অনুশীলন করে সার্বিকভাবে স্কুল এবং শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষাদানে সহায়তা করবে (দেখুন সংযুক্তি ১)। নিচের বাক্সটি বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল শিখন শিখানো পদ্ধতি শনাক্ত করে।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষায় যে সকল মূল শিক্ষণ- শিখন অনুশীলনের প্রয়োজন তা হলো...

- একটি সম্মানজনক, সমন্বিত এবং অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষভিত্তিক স্কুলতত্ত্ব (যেমন, জেন্ডার সমতা, অন্তর্ভুক্তি, আদর্শ শ্রেণিকক্ষের ধারণা, শিক্ষার্থীর বাকস্বাধীনতা, আসন ব্যবস্থা, জায়গার সঠিক ব্যবহার)
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন স্বাধীন এবং অংশগ্রহণমূলক শিখন, যা শিক্ষার লক্ষ্যগুলোর সাথে সমন্বিত (যেমন স্বাধীন এবং সহযোগী শিখন, মিডিয়া সাক্ষরতা)
- প্রামাণ্য কাজের প্রবর্তন (যেমন- শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত, শান্তিস্থাপন প্রোগ্রাম, একটি বৈশ্বিক বিষয়াবলি সংবলিত শিক্ষার্থী পত্রিকা)
- বিশ্বমুখী শিক্ষার তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা যা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্থানীয় পরিস্থিতিতে বিশ্বের উপযুক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে (যেমন বিভিন্ন সূত্র ও মিডিয়া, তুলনামূলক এবং বিভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ)
- শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন কৌশলগুলো ব্যবহার করা এবং শেখার সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত নির্দেশিকা (যেমন- প্রতিফলন এবং আত্মমূল্যায়ন, বিশেষজ্ঞ প্রতিক্রিয়া, শিক্ষক মূল্যায়ন, জার্নাল, পোর্টফোলিও)
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রসঙ্গে শেখার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে, যেমন- শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রম, স্থানীয় থেকে বিশ্বব্যাপী (যেমন- সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ই-বিনিময়, ভার্চুয়াল কমউনিটি)
- শিক্ষককে মডেল হিসেবে গড়ে তোলা (যেমন- বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকা, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, পরিবেশ ও সমতার অনুশীলন করা)
- বিশেষ করে মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারকে শিখন শিখানো সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা

সূত্রঃ Source: Evans, M. et al. (2009). Mapping the “global dimension” of citizenship education in Canada: The complex interplay of theory, practice, and context. Citizenship, Teaching and Learning, 5(2), 16-34.

শিক্ষার লক্ষ্য এবং দায়িত্ব ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যের মাঝে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, পছন্দ অনুযায়ী পাঠদান এবং অনুশীলনের পরিকল্পনা করা হয় [১৪]। শ্রেণিকক্ষে দলগত আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ অথবা চলচ্চিত্র দেখা এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইত্যাদির আয়োজন করা হয়, শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তায়, সামাজিক দক্ষতায়, মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান অর্জন এবং কার্যকর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার জন্যে। অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুশীলন যেমন, দলগত অনুসন্ধান, বিষয় বিশ্লেষণ, সমস্যানির্ভর শিক্ষা এবং সামাজিক কার্যাবলি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়, কতগুলো নির্দিষ্ট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে।

---

১৩. Evans (2008); Kerr (2006;) Parker (1995).
১৪. Mortimore (1999).

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং দক্ষতা সৃষ্টির জন্য উৎসাহ প্রদান করতে শ্রেণি আলোচনা, কোনো প্রবন্ধ পড়া বা ভিডিও দেখা এবং তারপরে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইত্যাদি পরিকল্পনা করা হয়। এর মাধ্যমে তাদের মূল্যবোধ, জ্ঞানার্জন এবং হাতেকলমে শেখার ক্ষেত্র বিকশিত হবে। কিছু নির্দিষ্ট এবং সম্পর্কিত দক্ষতা বিকাশের স্বার্থে আরো বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষাদান এবং শিখন পদ্ধতি - উদাহরণস্বরূপ, গ্রুপে অন্বেষণ, সমস্যা বিশ্লেষণ, সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা এবং সামাজিক কর্ম, সমন্বিত পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয় [১৫]। বাস্তব জীবনের কাজ বা প্রকৃত ব্যাখ্যা, যেমন গ্লোবাল ইস্যু গবেষণা প্রকল্প, কমিউনিটি সেবা কার্যক্রম, পাবলিক তথ্য প্রদর্শনী এবং অনলাইন আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার দক্ষতা বিকাশ প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে[১৬]।

তথ্য ও ধারণা ভাগ করে নিতে শ্রেণিকক্ষের অঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সংযোগ তৈরির মাধ্যমে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সামাজিক মিডিয়া বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা শেখার সুযোগ প্রদান করে (নিচের বক্স দেখুন) শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণ (উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট, ভিডিও এবং মোবাইল ফোন, এবং দূর ও অনলাইন লার্নিং) এবং আইসিটি এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, পডকাস্ট এবং ব্লগগুলো তৈরি করা, গবেষণা পরিচালনা করা, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা)। শিক্ষাবিদগণও দূর এবং অনলাইন শিখন এবং তথ্য-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের নিজস্ব বিকাশের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

দেশের উদাহরণ

ব্রিটিশ কাউন্সিল **কানেক্টিং ক্লাসরুম** উদ্যোগটি বিভিন্ন দেশের শ্রেণিকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সম্পৃক্ত এবং বিশ্ব নাগরিক হওয়ার দক্ষতা বিকাশ করে। শিক্ষকবৃন্দ বিশ্ব নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার দক্ষতাগুলো বিকাশের সুযোগ পান, বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে অবগত হন এবং তাদের শিখন দক্ষতা উন্নত করেন। একটি উদাহরণ, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের লিঙ্কনশায়ারের একটি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে বৈরুত, লেবাননের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্কাইপের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে সুযোগ তৈরি করা ছিল; সেই অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'একসাথে বাস করি'। সিরিয়ায় চলমান সংকটের কারণে, বৈরুতের বিদ্যালয়ে সিরিয়ার স্কুলগামী শরণার্থী শিশুদের পাশাপাশি লেবানন এবং ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছিল। উদ্যোগটি দুটি স্কুল ছাত্রদের মধ্যে সহানুভূতির একটি মানসিক বন্ধন তৈরি করেছে এবং এছাড়াও বৈরুতে স্কুলের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সহনশীলতা তৈরি করেছে।
https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/spotlight/Lebanon

ইংল্যান্ডে, স্লাফ-এর একটি জুনিয়র স্কুল দিল্লি, **ভারতের** একটি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করেছিল। স্লাফ-এর স্কুলগুলোতে ৯০% এর বেশি শিশু দক্ষিণ এশীয়। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সহায়তা করার পাশাপাশি শিক্ষকদেরকে শিশুদের সাংস্কৃতিক শেকড় বুঝতে সহায়তা করে। ইন্টারনেট ও মেইল ব্যবহার করে একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে, অংশগ্রহণকারী শিশু ও শিক্ষকরা একটি চলমান সংলাপের মাধ্যমে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://education.gov.uk/publications/eorderingdownload/1409-2005pdf-en-01.pdf

15 Joyce and Weil (2008)
16 Andreotti (2006); Larsen (2008); Taking Global (2012); Think Global (2013); UNESCO Associated Schools Project.

iEARN একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা ৩০,০০০ এরও বেশি স্কুল এবং ১৪০টিরও বেশি দেশে যুব সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে। iEARN শিক্ষক ও অল্পবয়স্কদের একসাথে কাজ করার জন্য ইন্টারনেট এবং অন্যান্য অনলাইন যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। iEARN-এর মাধ্যমে প্রতিদিন দুই মিলিয়নের অধিক শিক্ষার্থী বিশ্বব্যাপী সহযোগিতামূলক প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে।http://www.iearn.org/

নাইজেরিয়া ও স্কটল্যান্ডে, ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics), নামে একটি প্রকল্প বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে কাজ করে থাকে। প্রকল্পটি নাইজেরিয়াতে পোর্ট হারকোর্ট এবং স্কটল্যান্ডের এবারডিনের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করে তেল ও গ্যাস সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্বলিত পাঠ্যসূচি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, পোর্ট হারকোর্টের শিক্ষার্থীরা একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন তাদের দেশের তেলের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ ও রাজনৈতিক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে; এবারডিনের একটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা এমডিজির ব্যাখ্যা এবং ২০১৫-এর পরবর্তী এজেন্ডাগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়ে ভাবনা জাগাতে একটি কমিক রচনা করেছে । http://www.powerpolitics.org.uk/resources

শিক্ষকদের **বৈশ্বীকীকরণ (Taking it Global for Education)** একটি নেটওয়ার্ক, যা ১২৫টি দেশের ৪,০০০ স্কুল এবং ১১,০০০-এরও বেশি শিক্ষক ১২৫টিরও বেশি দেশের তরুণদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ শেখা এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে; এটিই বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা এবং ছাত্রদের সঙ্গে চিন্তা-চেতনার সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষকগণ উন্নত শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষাবিদদের একটি দল সংগঠিত হয়, যারা আন্তর্জাতিক শিখন প্রকল্পের বিষয়ে সহযোগিতায় আগ্রহী এবং একটি নিরাপদ, বিজ্ঞাপনমুক্ত ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষের প্ল্যাটফর্ম, যা ডিজিটাল মিডিয়া ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সমর্থন করে। এটি বাস্তবে পেশাগত উন্নয়নে ই-কোর্স (e-courses) প্রদান করে, বৈশ্বিক নাগরিকত্বের উপর ওয়েবইনার্স (webinars) এবং কর্মশালার আয়োজন করে, পরিবেশগত রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ছাত্রদের বক্তব্য নিয়ে সারা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম তৈরি করে, যা আন্তর্জাতিক বিষয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে শেখা এবং শিখতে সহায়তা করে এবং ইস্যুভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি করে, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকদের তৈরি কারিকুলামযুক্ত শিক্ষার সম্ভাবনা তৈরি করে। গ্লোবাল ইউথ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, শিক্ষকদের বিশ্বমুখীকরণ প্রোগ্রাম, যুব-আন্দোলন এবং যুবা-সক্রিয়তার জন্য একটি ক্লিয়ারিং হাউজও তৈরি করেছে।

http://www.tigweb.org http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm

তিউনিশিয়া সরকার, আরব ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস, স্থানীয় এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তিউনিশিয়ার ২৪টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানবাধিকার এবং নাগরিকত্ব স্কুল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষিত তরুনদের মাঝে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা প্রণালিতে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা প্রচার করা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত এবং মানবাধিকার ও নাগরিকত্বের নীতি সম্পর্কে সমাজে মূল্যবোধ জাগ্রত করাই এর উদ্দেশ্য। তিউনিসের একটি দরিদ্র জেলা মেলাসিনের বাব খালেদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম স্কুল ক্লাব শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা নাগরিক হিসেবে কাজে অংশগ্রহণের দক্ষতা বিকাশ ও এলাকার উন্নয়নের জন্য তাদের স্কুলে এবং কমিউনিটির প্রকল্পগুলিতে কাজ করে।

http://www.unesco.org/new/en/mediaservices/singleview/news/launch_of_the_first_citizenship_and_human_rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw

৩.৩ কীভাবে শিখন মূল্যায়ন করা হবে?

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল্যায়ন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

- শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্বের তথ্য সংগ্রহ করতে;
- শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতে, সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে এবং এইগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করতে;
- শিক্ষার্থীদের গ্রেডিং, তাদের একাডেমিক এবং পেশাগত পছন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে;
- শিখন প্রক্রিয়া এবং/বা কোর্স/প্রোগ্রাম বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নির্দেশনা উন্নয়ন করা যায়।

এই নির্দেশিকাতে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা এবং উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়, শিক্ষাক্রম অভিযোজন ও উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে শ্রেণিকক্ষে সামগ্রিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরিমাপের চেয়ে তাদের দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল্যায়নের সময় বিভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেমন:

- শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা মূল্যায়ন পরিকল্পনার জন্য কী কী মূল শিখন বিষয়-এর মধ্যে থাকবে?
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের সফলতা কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়? কী কী সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে?
- শিক্ষার্থীদের বোঝার এবং দক্ষতা বিকাশের স্বপক্ষে আমরা কোন কোন প্রমাণ গ্রহণ করব?
- শিক্ষার প্রমাণ সংগ্রহে কোন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে?

শিক্ষার পরিমাপ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তার প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল কারণ বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কীভাবে প্রদান করা হলো তার উপরও এই মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ভরশীল যেমন, বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের সমন্বয়ে অথবা নির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন প্রকারে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি চলমান বা চূড়ান্ত, যাই হোক না কেন তাকে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিখন শিখানো অণুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বৈশ্বিক শিক্ষার সঙ্গে শিখনের বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উপযোগিতা মিলিয়ে যথাযথ শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য একাধিক পদ্ধতি প্রয়োজন হতে পারে (নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের জন্য দেওয়া কাজ, হাতেকলমে শিক্ষা, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প, কার্যসম্পাদন, অভীক্ষা)।

বৈশ্বিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকগণ মূল্যায়নের বৃহত্তর স্বার্থে **শিখন মূল্যায়ন, শিখনের জন্যে মূল্যায়ন** এবং **শিখন বিষয় মূল্যায়নকে** বিবেচনা করতে পারেন।

শিক্ষাবিদগণ বৃহত্তর শিক্ষানীতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা মূল্যায়নের পরিধি বাড়াবেন। এ কারণে তারা শেখার জন্য মূল্যায়ন এবং মুল্যায়নের মাধ্যমে শেখা অন্তর্ভুক্ত করবেন। বৃহত্তর পরিবর্তনশীল শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ সনাতন মিশ্র মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুশীলন করেন, যা অনেকটা শিক্ষার প্রতিফলন ও শিক্ষায় অবদানভিত্তিক পদ্ধতি, যেমন, স্ব-মূল্যায়ন এবং সতীর্থের মাধ্যমে বা সহপাঠির মাধ্যমে মূল্যায়ন, যা শিক্ষার্থীদের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত রূপান্তর, সমালোচনামূলক জিজ্ঞাসা, অংশগ্রহণ এবং নাগরিক সংস্থা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যক্তির বিকাশ/সমন্বয় এবং সামাজিক সচেতনতা উভয়ই গুরুত্ব পায়। এছাড়া শিক্ষাবিদরা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মূল্যায়নের অংশ হিশেবে বর্ণনামূলক অভিমত প্রদান করে থাকেন, যা তাদের উন্নয়নে সহায়তা করে। এছাড়া মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আত্ম-মূল্যায়ন ও পত্রিকায় প্রতিফলন এবং পোর্টফোলিওর পাশাপাশি সতীর্থের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা যায়।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার সফলতা বিবেচনার জন্য কতগুলো প্রক্রিয়া (যেমন শিখন শিখানো পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ) এবং ফলাফল (ব্যক্তিগত ও দলগত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মনোভাব এবং কৃতিত্ব), সেইসাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো (যেমন- শিক্ষাক্রম দলিল, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা, শিখন দক্ষতা, প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি ও সমর্থন, সম্পদ, শেখার পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক)বিবেচনা করতে হবে। মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করার সময় সমস্যাগুলোর বৈধতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ন্যায্যতা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য এখনও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কোনো সূচক নেই। এটি আশা করা যায় যে, একটি প্রস্তাবিত পরিমাপ কাঠামো এবং সম্ভাব্য সূচকসমূহ শীঘ্রই পাওয়া যাবে। অনেকগুলো জরিপে বিভিন্ন অংশীজন বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার সফলতা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন(অ্যানেক্স ১ দেখুন)। একই সঙ্গে অংশীজনরা প্রস্তাবনা পেশ করেন যেগুলো বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়; যা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার একটি অন্যতম শিক্ষার লক্ষ্য। ইউনেস্কো গবেষণার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখছে, যা সম্ভাব্য সূচকের প্রমাণভিত্তিক প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং তথ্য সংগ্রনহে বিবেচনার জন্য ব্যবহার করা হবে।

দেশের উদাহরণ

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ‘প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল’ এবং ‘ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ন’-এর ইয়ুথ রিসার্চ সেন্টার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল **অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায়।** প্রোগ্রামটি ‘অস্ট্রেলিয়ার ছাত্রদের ইন্দোনেশিয়ান সম্প্রদায়ের শিশুদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে দেয় এই বিষয় অনুধাবনের জন্য, যে অল্পবয়স্করা তাদের সমাজে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রোগ্রামের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য ২০০৮ এবং ২০১১-এর মধ্যে গৃহীত গবেষণা সচেতনতা তৈরি এবং বিকাশে ইতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে, গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, ‘অংশগ্রহণকারীদের যারা দীর্ঘ সময় নিয়োজিত ছিল তারা বেশি শিখেছেন এবং বিশ্বের প্রতি তাদের ভুমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে।’

ইন্টারন্যাশনাল সিভিক এবং সিটিজেনশিপ এডুকেশন স্টাডি (আইসিসিএস) দ্বারা পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ইভালুয়েশন অব এডুকেশনাল এচিভমেন্ট (আইইএ), শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং ধারণাগত উপলব্ধির একটি কৃতিত্বপূর্ণ পরীক্ষা মূল্যায়ন করে, পাশাপাশি নাগরিকত্ব সম্পর্কিত ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ধারণার বোধগম্যতা যাচাই করে। শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃক তৈরি প্রশ্নাবলির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৌরবিজ্ঞান ও নাগরিকত্ব বিষয়সহ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, স্কুল পরিচালনা এবং জলবায়ু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে আইসিসিএস ২০০৯ সনে অষ্টম গ্রেড (গড় বয়স- ১৩.৫ বছর)শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছে। আইসিসিএস আসন্ন ২০১৬ সালে শিক্ষার্থীদের পৌরবিজ্ঞান ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান এবং বোধগম্যতার উপর রিপোর্ট করবে। এছাড়াও তাদের বিশ্বাস, মনোভাব এবং আচরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সেখানে থাকবে।

পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন ছাড়াও, **বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বিভিন্ন উপায়ে করা হবে।** এই কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা যেতে পারে (যেমন, শেখার প্রত্যাশা, সম্পদ, শিখন যোগ্যতা, শিখন পরিবেশ); প্রক্রিয়াকরণ (যেমন, শিখন পদ্ধতি, শিখন উপকরণ, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ); ফলাফল (যেমন, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, রূপান্তরমূলক ফলাফল); এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য ইতোমধ্যে সমাপ্ত মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এবং সূচক (যেমন অবস্থা, সুবিধাজনক ফলাফল) স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। শিক্ষণ/শিখন আকার এবং তাদের প্রসঙ্গ ও প্রকৃতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে-সমস্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্য প্রমাণ রয়েছে সেগুলো সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্যাপক কৌশলের অংশ হিসাবে অন্যান্য মাত্রাও গ্রহণ করা প্রয়োজন যেমন, অফিসিয়াল শিক্ষাক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি এবং কার্যক্রম, শিক্ষার পরিবেশ ও সম্পর্ক, কমিউনিটি সম্পর্ক, পেশাগত শিক্ষা, প্রশাসনিক অঙ্গীকার এবং সমর্থন। কার্যক্রম মূল্যায়নে বিভিন্ন বিবেচনায় (যেমন সুযোগ, প্রাসঙ্গিকতা, সংযোজন, ধারাবাহিকতা) অব্যাহত মনোযোগ প্রয়োজন।

এই ফলাফল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমন, কর্মসূচি সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ, উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রবণতা এবং প্রতিবেদন পেশ করা, কার্যক্রমের মূল্যায়ন বা জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। উন্নতির ধারা বজায় রেখে কীভাবে সিদ্ধান্ত এগিয়ে নেওয়া যায় তার সঠিক তথ্য প্রয়োজন। এই ধরনের জ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতি সাফল্যকে উন্নতি হিসেবে দেখে এবং যে কোনো ভুলত্রুটিকে শিখন শিখানো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১ : নির্বাচিত অনলাইন অনুশীলন নির্দেশিকা এবং তথ্যপঞ্জি

Online databases

UNESCO Clearinghouse on Global Citizenship Education, hosted by the Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU), a UNESCO Category II institute. www.gcedclearinghouse.org

UNESCO database on Global Citizenship Education. The database includes related materials published by UNESCO. www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/global-citizenship-education/documents-unesdoc/

Classroom and curriculum resources

Amnesty International. Human Rights Education:
https://www.amnesty.org/en/human-rights-education

Breaking the Mould. https://www.teachers.org.uk/educationandequalities/breakingthemould

Bryan, A. and Bracken, M. 2011. *Learning to Read the World? Teaching and Learning about Global Citizenship and International Development in Post-Primary Schools*. Dublin, Irish Aid.
http://www.ubuntu.ie/media/bryan-learning-to-read-the-world.pdf

Chiarotto, L. 2011. *Natural Curiosity: Building Children's Understanding of the World Through Environmental Inquiry: A Resource for Teachers*. Toronto, ON, The Laboratory School at The Dr Eric Jackman Institute of Child Study, OISE, University of Toronto.
http://www.naturalcuriosity.ca/.

Child & Youth Finance International. 2012. *A Guide to Economic Citizenship Education: Quality Financial, Social and Livelihoods Education for Children and Youth*. Amsterdam, Child & Youth Finance International.
http://childfinanceinternational.org/library/cyfi-publications/A-Guide-to-Economic-Citizenship-Education-Quality-Financial-Social-and-Livelihoods-Education-for-Children-and-Youth-CYFI-2013.pdf

Classroom Connections. Cultivating a Culture of Peace in the 21st Century.
http://www.cultivatingpeace.ca/cpmaterials/module1/

Classroom Connections. Cultivating Peace – Taking Action. http://www.classroomconnections.ca/en/takingaction.php.

Council of Europe, OSCE/ODIHR, UNESCO and OHCHR. 2009. *Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice*. Warsaw, OSCE/ODIHR. http://www.osce.org/odihr/39006?download=true

Earth Charter. http://www.earthcharterinaction.org/content/

Education Scotland. Developing global citizens curriculum within Curriculum for Excellence. http://www.educationscotland.gov.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/themesacrosslearning/globalcitizenship/about/developingglobalcitizens/what.asp

Evans, M. and Reynolds, C. (eds). 2004. *Educating for Global Citizenship in a Changing World: A Teacher's Resource Handbook*. Toronto, ON, OISE/UT Online publication. http://www.oise.utoronto.ca/cidec/Research/Global_Citizenship_Education.html

Global Citizenship Curriculum Development (GCCD). Faculty of Education International and Center for Global Citizenship Education and Research and University of Alberta International. http://www.gccd.ualberta.ca/

Global Dimension: The World in Your Classroom. http://globaldimension.org.uk/

Global Teacher. http://globaldimension.org.uk/resources/item/2107

Global Teacher Education. Global Education Resources for Teachers. http://www.globalteachereducation.org/global-education-resources-teachers

Global Youth Action Network. http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm

Larsen, M. 2008. *ACT! Active Citizens Today: Global Citizenship for Local Schools*. London, ON, University of Western Ontario. http://www.tvdsb.on.ca/act/KIT_PDF_files/B-Introduction.pdf

McGough, H. and Hunt, F. 2012. *The Global Dimension: A Practical Handbook for Teacher Educators*. London, Institute of Education, University of London. http://www.ioe.ac.uk/Handbook_final(1).pdf

Montemurro, D., Gambhir, M., Evans, M. and Broad, K. (eds). 2014. *Inquiry into Practice: Learning and Teaching Global Matters in Local Classrooms*. Toronto, ON, OISE, University of Toronto. http://www.oise.utoronto.ca/oise/UserFiles/File/TEACHING_GLOBAL_MATTERS_FINAL_ONLINE.pdf

Open Spaces for Dialogue and Enquiry (OSDE) Methodology. http://www.osdemethodology.org.uk/osdemethodology.html

Oxfam. 2006. *Education for Global Citizenship: A Guide for Schools*. Oxford, England, Oxfam GB. http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx

Oxfam. Global Citizenship Guides: http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides

Oxfam. 2008. *Getting Started with Global Citizenship: A Guide for New Teachers*. Oxford, England, Oxfam GB. https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.ashx

Sinclair, M., Davies, L., Obura, A. and Tibbitts, F. 2008. *Learning to Live Together: Design, Monitoring and Evaluation of Education for Life Skills, Citizenship, Peace and Human Rights.* Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Learning_to_Live_Together.pdf

TakingITGlobal. http://www.tigweb.org

The Paulo and Nita Freire International Project for Critical Pedagogy. Teacher resources. http://www.freireproject.org/resources/in-the-classroom/

Tunney, S., O'Donoghue, H., West, D., Gallagher, R., Gerard, L. and Molloy, A. (eds). 2008. *Voice our Concern*. Dublin, Amnesty International. http://www.amnesty.ie/voice-our-concern.

UNEP. 2010. *Here and Now! Education for Sustainable Consumption Recommendations and Guidelines*. Nairobi, UNEP. http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf

UNESCO. Teaching and Learning for a Sustainable Future. A multimedia teacher education programme. http://www.unesco.org/education/tlsf/

UNESCO. 2012. *Education for Sustainable Development: Sourcebook*. Paris, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf .
Videos available in English:
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=34&pattern=Sourcebook&related=

UNESCO. 2014. *How is Global Citizenship Taught? Wisdoms from the Classroom*. http://www.unescobkk.org/education/news/article/how-is-global-citizenship-taught-wisdoms-from-the-classroom/

UN Global Teaching and Learning Project. Cyber School Bus. www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/

Curriculum policy examples

AFGHANISTAN

Education Law (2008). In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

AUSTRALIA

The 2013 Australian Curriculum. In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

Melbourne Declaration of Educational Goals for Young Australians (2008). In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

CANADA

Global Citizenship Curriculum Development, Faculty of Education International and Centre for Global Citizenship Education and Research and University of Alberta International http://www.globaled. ualberta.ca/en/OutreachandInitiatives/GlobalCitizenshipCurriculumDev.aspx

COLOMBIA

Guía 48, Ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de compentencias ciudadanas, Ministerio de Educación Nacional. Colombia. 2014. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339478.html

Global citizen competencies in Colombia. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-75768.html

INDONESIA

The 2013 curriculum. In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

PHILIPPINES

The K-12 curriculum. In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

REPUBLIC OF KOREA

Charter of Gyeonggi Peace Education. In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

The 2009 curriculum. In UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO. The publication examines how 10 countries – Afghanistan, Australia, Indonesia,

Malaysia, Myanmar, Nepal, The Philippines, Republic of Korea, Sri Lanka and Thailand – are using education as a vehicle to promote peace and mutual understanding.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208E.pdf

Global collaboration resources

E-Pals. http://www.epals.com/#!/main

The Global Teenager Project. http://www.globalteenager.org/

National Association of Independent Schools. Challenge 20/20.
http://www.nais.org/Articles/Pages/Challenge-20-20.aspx

UNESCO Associated Schools Project.
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/

UNESCO ASPnet in Action: Global Citizens Connected for Sustainable Development.
http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens

UNESCO. 2014. *Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific*. Bangkok, UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208E.pdf

Organizations and initiatives

British Council’s Connecting Classrooms.
https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/spotlight/Lebanon

Centre for Global Citizenship Education and Research, University of Alberta.
http://www.cgcer.ualberta.ca/AboutCGCER.aspx

Child Safety Project Online, the Centre for Educational Research and Development of the Ministry of Education and Higher Education, Lebanon.
http://www.crdp.org/en/desc-projects/6240-%20Child%20Safety%20Online

Council of Europe. 2012. Compass - Manual for Human Rights Education with Young People. Strasbourg, France, Council of Europe. www.coe.int/compass

Developing a Global Perspective for Teachers.
http://www.developingaglobalperspective.ca/gern/

Education Above All.
http://educationaboveall.org

The European Centre for Global Interdependence and Solidarity (North-South Centre), the Council of Europe.
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp

The Freire Project.
http://www.freireproject.org

Global Education First Initiative (GEFI), the United Nations Secretary-General's Initiative on Education. http://www.globaleducationfirst.org

Global Education Network Europe (GENE).
http://www.gene.eu

The JUMP! Foundation Global Leadership Center @ NIST.
http://jumpfoundation.org/jcommunity/jump-bangkok-hub/jump-global-leadership-center-nist-south-east-asia/

Learning Metrics Task Force.
http://www.brookings.edu/about/centers/universal-education/learning-metrics-task-force-2

The Longview Foundation.
http://longviewfdn.org/

The MasterCard Foundation.
http://www.mastercardfdn.org/youth-learning/the-mastercard-foundation-scholars-program

New Pedagogies for Deep Learning Project.
http://www.newpedagogies.org

Power Politics project (between Aberdeen, Scotland and Nigeria).
http://www.powerpolitics.org.uk/resources

Tunisia human rights and citizenship school clubs. http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/launch_of_the_first_citizenship_and_human_rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw

Teaching and Professional Learning Support

Andreotti V. and Souza, L. 2008. *Learning to Read the World Through Other Eyes*. Derby, England, Global Education.
https://www.academia.edu/575387/Learning_to_Read_the_World_Through_Other_Eyes_2008_

Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU).
http://www.unescoapceiu.org/en/m211.php?pn=2&sn=1&sn2=1&seq=34

Council of Europe. 2009. *How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights Education: a Framework for the Development of Competence*s. Strasbourg, France, Council of Europe.
http://www.theewc.org/uploads/content/archive/6555_How_all_Teachers_A4_assemble_1.pdf

Global Teacher Education (GTE). Established following the publication of the Longview Foundation's 2008 report Teacher Preparation for the Global Age: The Imperative for Change (http://www.longviewfdn.org/122/teacher-preparation-for-the-global-age.html)

Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace & Sustainable Development (MGEIP).
http://mgiep.unesco.org/

UNESCO. 2005. *Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability*. Paris, UNESCO. This publication is available in English.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370e.pdf

UNESCO. 2012. *Exploring Sustainable Development: A Multiple-Perspective Approach*. Paris, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215431E.pdf

UNESCO and ECOWAS. 2013. *Education for a Culture of Peace, Human Rights, Citizenship, Democracy and Regional Integration: ECOWAS Reference Manual*. Dakar, UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221128e.pdf and http://www.educationalapaix-ao.org/

UNICEF. 2011. *Educating for Global Citizenship: A Practical Guide for Schools in Atlantic Canada*. Canada, UNICEF.
http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/Educating_for_Global_Citizenship.pdf

সংযুক্তি–২ : গ্রন্থপঞ্জি

Aaberg, R. 2013. Carnegie's Muhammad Faour discusses democracy education in the Arab world. *Council for a Community of Democracies*. http://www.ccd21.org/news/cd-ccd/faour_arab_ world.html (Accessed 19 April 2015.)

Abdi, A. and Shultz, L. (eds). 2008. *Educating for Human Rights and Global Citizenship*. New York, SUNY Press.

Abu El-Haj, T. 2009. Becoming citizens in an era of globalization and transnational migration: Reimagining citizenship as critical practice. *Theory into Practice*, Vol. 48, pp. 274-282.

Albala-Bertrand, L. 1995. What education for what citizenship? First lessons from the research phase. *Educational Innovation and Information* (Geneva, UNESCO IBE), No. 82.

Aleinikoff, T.A. and Klusmeyer, D.B. (eds). 2001. *Citizenship Today: Global Perspectives and Practices*. Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace.

American Association of Colleges of Teacher Education and the Partnership for 21st Century Skills. 2010. *21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation*. http://www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf (Accessed 19 April 2015.)

Andreotti, V. 2006. Soft versus critical global citizenship education. *Policy & Practice: A Development Education Review*, Vol. 3, pp. 40-51. http://www.developmenteducationreview.com/issue3-focus4 (Accessed 19 April 2015.)

Andreotti, V. 2011. Engaging the (geo)political economy of knowledge construction: Towards decoloniality and diversality in global citizenship education. *Globalization, Societies and Education Journal*, Vol. 9, No. 3-4, pp. 381-397.

Andreotti V., Barker, L. and Newell-Jones, K. 2006. *Critical Literacy in Global Citizenship Education Professional Development Resource Pack.* Centre for the Study of Social and Global Justice at the University of Nottingham and Global Education Derby. https://www.academia.edu/194048/Critical_Literacy_in_Global_Citizenship_Education_2006_ (Accessed 19 April 2015.)

Arthur, J., Davies, I. and Hahn, C. (eds). 2008. *The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy*. London, SAGE Publications Ltd.

Avery, P. 1997. *The Future of Political Participation in Civic Education*. Minnesota, Social Science Education Consortium.

Banks, J. (ed.). 2004. *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco, CA, John Wiley & Sons.

Banks, J. 2008. Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, Vol. 37, No. 3, pp. 129-139.

Bickmore, K. 2006. Democratic social cohesion (assimilation)? Representations of social conflict in Canadian public school curriculum. *Canadian Journal of Education*, Vol. 29, No. 2, pp. 359-386.

Boulding, E. 1988. Building a global civic culture: Education for an interdependent world (John Dewey Lecture). New York, Teachers College Press.

Boulding, E. 2011. New understandings of citizenship: Path to a peaceful future? Pilisuk, M. and Nagler, M.N. (eds), *Peace Efforts That Work and Why*, Vol. 3 of *Peace Movements Worldwide*. Santa Barbara, CA, Praeger, pp. 5-14.

Cabrera, L. 2010. *The Practice of Global Citizenship*. Cambridge, England, Cambridge University Press.

Cogan, J. and Grossman, D. 2009. Characteristics of globally-minded teachers: A 21st century view. Kirkwood-Tucker, T. F. (ed.), *Visions in Global Education: The Globalization of Curriculum and Pedagogy in Teacher Education and Schools*. New York, Peter Lang.

Darling-Hammond, L. and Bransford, J. (eds). 2005. *Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do.* San Francisco, CA, Jossey-Bass.

Davies, I. and Pike, G. 2009. Global citizenship education: Challenges and possibilities. Lewin, R. (ed.), *The Handbook of Practice and Research in Study Abroad: Higher Education and the Quest for Global Citizenship*. New York, Routledge.

Davies, I., Evans, M. and Reid, A. 2005. Globalising citizenship education? A critique of ‘global education’ and ‘citizenship education’. *British Journal of Educational Studies*, Vol. 53, No. 1, pp. 66-87.

Davies, L., Harber, C. and Yamashita, H. 2004. *Global Citizenship Education: The Needs of Teachers and Learners.* Birmingham, England, Centre for International Education and Research, University of Birmingham.

Delanty, G. 1999. *Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics*. Buckingham, England, Open University Press.

Department for Education and Skills (DfES). 2007. *Curriculum Review: Diversity and Citizenship (Ajebgo Report)*. London, DfES.

Dewey, J. 1916. *Democracy and education. An introduction to the philosophy of education*, 1966 edn. New York, Free Press.

Dower, N. 2003. *An Introduction to Global Citizenship*. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Earl, L. 2003. Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning. Thousand Oaks, CA, Corwin Press.

Education Above All. 2012. *Education for Global Citizenship*. Doha, Education Above All.

Eidoo, S., Ingram, L., MacDonald, A., Nabavi, M., Pashby, K. and Stille, S. 2011. Through the kaleidoscope: Intersections between theoretical perspectives and classroom implications in critical global citizenship education. *Canadian Journal of Education*, Vol. 34, No. 4, pp. 59-85.

Evans, M. 2008. Citizenship education, pedagogy, and school contexts. Arthur, J. Davies, I. and Hahn, C. (eds), *The SAGE Handbook of Citizenship and Democracy.* London, SAGE Publications Ltd, pp. 519-532.

Evans, M., Davies, I., Dean, B. and Waghid, Y. 2008. Educating for global citizenship in schools: Emerging understandings. Mundy, K., Bickmore, K., Hayhoe, R., Madden, M. and Majidi, K. (eds), *Comparative and International Education: Issues for Teachers*. New York, Teachers' College Press, pp. 273-298.

Evans, M., Ingram, L., MacDonald, A. and Weber, N. 2009. Mapping the "global dimension" of citizenship education in Canada: The complex interplay of theory, practice, and context. *Citizenship, Teaching and Learning*, Vol. 5, No. 2, pp. 16-34.

Faour, M. and Muasher, M. 2011. *Education for Citizenship in the Arab World: Key to the Future*. Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace. http://carnegieendowment. org/files/citizenship_education.pdf (Accessed 19 April 2015.)

Faour, M. and Muasher, M. 2012. *The Arab World's Education Report Card: School Climate and Citizenship Skills.* Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace.

Freire, P. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. London and New York, Continuum.

Fullan, M. and Langworthy, M. 2014. *A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning*. London, Pearson.

Gaudelli, W. (ed.). 2003. *World Class: Teaching and Learning in Global Times*. Mahwah, NJ, Lawrence Earlbaum Associates.

Gay, G. 2000. *Culturally Responsive Teaching. Theory, Research and Practice*. New York, Teachers College Press.

Hahn, C. 1998. *Becoming Political: Comparative Perspectives on Citizenship Education*. Albany, NY, State University of New York Press.

Harshman, J., Augustine, T. and Merryfield, M. (eds). 2015. *Research in Global Citizenship Education*. Information Age Publishing, Inc.

Heater, D. 2002. *World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*. London, Continuum.

Held, D. 1999. The transformation of political community: Rethinking democracy in the context of globalisation. Shapiro, I. and Hacker-Gordon, C. (eds), *Democracy's Edges.* Cambridge, England, Cambridge University Press.

Hicks, D. and Holden, C. 2007. *Teaching the Global Dimension: Key Principles and Effective Practice.* London, Routledge, Taylor and Francis Group.

Hooks, B. 1994. *Teaching to Transgress? Education as the Practice of Freedom*. London and New York, Routledge.

Ibrahim, T. 2005. Global citizenship education: Mainstreaming the curriculum? *Cambridge Journal of Education*, Vol. 35, No. 2, pp. 177-194.

Ichilov, O. 1998. Patterns of citizenship in a changing world. Ichilov, O. (ed.), *Citizenship and Citizenship Education in a Changing World*. London, The Woburn Press, pp. 11-27.

Isin, E. F. 2009. Citizenship in flux: the figure of the activist citizen. *Subjectivity*, Vol. 29, pp. 367-388.

Jorgenson, S. and Shultz, L. 2012. Global citizenship education in post-secondary institutions: What is protected and what is hidden under the umbrella of GCE? *Journal of Global Citizenship and Equity Education*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-22.

Kiwan, D. 2008. *Education for Inclusive Citizenship.* London and New York, Routledge.

Kiwan, D. 2014. Emerging forms of citizenship in the Arab world. Isin, E. and Nyers, P. (eds), *Routledge Global Handbook of Citizenship Studies.* London and New York, Routledge.

Kiwan, D. with Starkey, H. (eds). 2009. Civil society, democracy and education. *Education, Citizenship and Social Justice*, Vol. 4, No. 2.Kolb, D. A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Ladson-Billings, G. 1995. But that's just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. *Theory into Practice*, Vol. 34, No. 3, pp. 159-165.

Lee, W.O. 2008. The development of citizenship education curriculum in Hong Kong after 1997: Tensions between national identity and global citizenship. Grossman, D., Lee, W.O. and Kennedy, K. (eds), *Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific*. The Netherlands, Springer.

Lee, W.O. 2012. Learning for the future: The emergence of lifelong learning and the internationalization of education as the fourth way? *Educational Research for Policy and Practice*, Vol. 11, No. 1, pp. 53-64.

Longview Foundation. 2008. *Teacher Preparation for the Global Age: The Imperative for Change.* Silver Spring, MD, Longview Foundation for Education in World Affairs and International Understanding Inc. http://www.longviewfdn.org/files/44.pdf (Accessed 19 April 2015.)

Mansilla, V.B. and Jackson, A. 2011. *Educating for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World.* E. Omerso (ed.). New York, Asia Society and the Council of Chief State School Officers. http://asiasociety.org/files/book-globalcompetence.pdf (Accessed 19 April 2015.)

Marshall, T. H. 1949. *Citizenship and Social Class*. London, Pluto Press.

McLean, L., Cook, S. and Crowe, T. 2006. Educating the next generation of global citizens through teacher education, one new teacher at a time. *Canadian Social Studies Journal*, Vol. 40, No. 1, pp. 1-7.

Merryfield, M. 2000. Why aren’t teachers being prepared to teach for diversity, equity, and global interconnectedness? A study of lived experiences in the making of multicultural and global educators. *Teaching and Teacher Education*, Vol. 16, pp. 429-443.

Merryfield, M., Jarchow, E. and Pickert, S. (eds). 1996. *Preparing Teachers to Teach Global Perspectives: A Handbook for Teacher Educators*. Thousand Oaks, CA, Corwin Press.

Montemurro, D., Gambhir, M., Evans, M. and Broad, K. (eds). 2014. *Inquiry into Practice: Learning and Teaching Global Matters in Local Classrooms.* Toronto, ON, Ontario Institute for Studies in Education.

Mortimore, P. 1999. *Understanding Pedagogy and Its Impact on Learning*. London, Paul Chapman.

Nagda, B., Gurin, P. and Lopez, G. 2003. Transformative pedagogy for democracy and social justice. *Race, Ethnicity and Education*, Vol. 6, No. 2, pp. 165-191.

Nelson, J. and Kerr, D. 2006. *Active Citizenship in INCA Countries: Definitions, Policies, Practices and Outcomes* (Final Report). Qualifications and Curriculum Authority (England), National Foundation for Educational Research, and International Review of Curriculum and Assessment Frameworks (INCA). https://www.nfer.ac.uk/publications/QAC02/QAC02.pdf (Accessed 19 April 2015.)

Niens, U. and Reilly, J. 2012. *Education for global citizenship in a divided society? Young people’s views and experiences. Comparative Education*, Vol. 48, No. 1, pp. 103-118.

Noddings, N. (ed.). 2005. *Educating Citizens for Global Awareness*. Boston, Teachers College Press.

Nussbaum, M. 2002. Education for citizenship in an era of global connection. *Studies in Philosophy and Education*, Vol. 21, pp. 289-303.

Osborne, K. 2001. Democracy, democratic citizenship, and education. Portelli, J.P. and Solomon, R.P. (eds), *The Erosion of Democracy in Education*. Calgary, AB, Detselig Enterprises, pp. 29-61.

Osler, A. and Starkey, H. 2005. *Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education*. Maidenhead, England, Open University Press.

Osler, A. and Starkey, H. 2006. *Cosmopolitan Citizenship, Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education*. Maidenhead, England, Open University Press.

O’Sullivan, M. and Pashby, K. 2008. *Citizenship Education in the Era of Globalization: Canadian Perspectives.* Rotterdam, The Netherlands, Sense Publishers.

Oxley, L. and Morris, P. 2013. Global citizenship: A typology for distinguishing its multiple conceptions. *British Journal of Educational Studies*, Vol. 61, pp. 301-325.

Parker, W. (ed.). 1995. *Educating the Democratic Mind*. Albany, NY, State University of New York Press.

Peters, M. A., Britton, A. and Blee, H. (eds). 2008. *Global Citizenship Education: Philosophy, Theory and Pedagogy*. Rotterdam, The Netherlands, Sense Publishers.

Pigozzi, M. J. 2006. A UNESCO view of global citizenship education. *Educational Review*, Vol. 58, No. 1, pp. 1-4.

Pike, G. 2000. Global education and national identity: In pursuit of meaning. *Theory into Practice*, Vol. 39, No. 2, pp. 64-73.

Pike, G. 2008. Reconstructing the legend: Educating for global citizenship. Abdi, A. and Shultz, L. (eds), *Educating for Human Rights and Global Citizenship*. New York, State University of New York Press, pp. 223-237.

Pykett, J. 2010. Citizenship education and narratives of pedagogy. *Citizenship Studies*, Vol. 14, No. 6, pp. 621-635.

Quaynor, L. 2012. Citizenship education in post-conflict contexts: A review of the literature. *Education Citizenship and Social Justice*, Vol. 7, No. 1, pp. 33-57.

Quezada, R. L. (ed.). 2010. Internationalization of teacher education: Creating globally competent teachers and teacher educators for the 21st century. *Teaching Education*, Vol. 21, No. 1.

Reardon, B. 1988. *Comprehensive Peace Education. Educating for Global Responsibility*. New York, Teachers College Press.

Reilly, J. and Niens, U. 2013. Global citizenship as education for peacebuilding in a divided society: Structural and contextual constraints on the development of critical dialogic discourse in schools. *Compare: A Journal of Comparative and International Education.*

Richardson, G. H. and Abbott, L. 2009. Between the national and the global: Exploring tensions in Canadian citizenship education. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, Vol. 9, No. 3, pp. 377-394.

Schattle, H. 2008. *The Practices of Global Citizenship*. Lanham, MD, Rowman and Littlefield.

Shultz, L. 2007. Educating for global citizenship: Conflicting agendas and understandings. *The Alberta Journal of Educational Research*, Vol. 53, No. 3, pp. 248-258.

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D. and Losito, B. 2010. *2010 Initial Findings from the IEA Civic and Citizenship Education Study*. Amsterdam, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Sipos, Y., Battisti, B. and Grimm, K. 2008. Achieving transformative sustainability learning: Encouraging head, hands and heart. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 9, No. 1, pp. 68-86.

Stevick, D. and Levinson, B. 2007. *Reimagining Civic Education: How Diverse Societies Form Democratic Citizens*. Lanham, MD, Rowman and Littlefield.

Torney-Purta, J., Schwille, J. and Amadeo, J. (eds). 1999. *Civic Education across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project*. Amsterdam, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Torres, C.A. 2010. Education, power and the state: Dilemmas of citizenship in multicultural societies. Alexander, H., Pinson, H. and Yonah, Y. (eds), *Citizenship Education and Social Conflict.* London, Routledge, pp. 61-82.

UNESCO. 2013. Global Citizenship Education. An emerging perspective. Outcome document of the Technical Consultation on Global Citizenship Education. Paris, UNESCO.

UNESCO. 2013. *Intercultural Competencies. Conceptual and operational framework*. Paris, UNESCO.

UNESCO. 2014. *Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century*. Paris, UNESCO.

UNESCO. 2014. *Teaching Respect for All*. Paris, UNESCO.

Warwick, P. 2008. Talking through global issues: A dialogue based approach to CE and its potential contribution to community cohesion. citizED. http://www.citized.info/pdf/commarticles/Paul%20Warick%20from%20Cathie%20April%2008.pdf (Accessed 20 April 2015.)

Westheimer, J. and Kahne, J. 2004. What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, Vol. 41, No. 2, pp. 237-269.

Wintersteiner, W. 2013. Global Citizenship Education. Grobbauer, H. (ed), Global Learning in Austria. Potential and Perspective. *Aktion & Reflexion,* Vol 10, pp.18-29.

সংযুক্তি–৩ : মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষকদের তালিকা

Country	Coordinator	Reviewer
Canada	▪▪ Marie-Christine Lecompte, National Coordinator, ASPnet	▪▪ Chad Bartsch, Teacher, Queen Elizabeth High School ▪▪ Robert Mazzotta Executive Staff Officer, the Alberta Teachers' Association and Alberta Provincial Coordinator, ASPnet,
Lebanon	▪▪ Fadi Yarak, Director-General of Education, Ministry of Education and Higher Education	▪▪ Curriculum specialist Education planner Ministry of Education and Higher Education
Mexico	▪▪ Olivia Flores Garza ASPnet Coordinator	▪▪ Gina A. Decanini, Teacher, Americano Anáhuac Primary School ▪▪ Dan Lester Mota Martínez, Teacher, Americano Anáhuac Primary School ▪▪ Gloria Laura Soto Cantú Coordinator, Americano Anáhuac Primary School ▪▪ Andrés Bolaños, Academic Director, FORMUS Secondary School ▪▪ Susana Jara, Teacher, FORMUS Secondary School ▪▪ Mónica Rodríguez, Teacher, FORMUS Secondary School ▪▪ Dennis Jael Flores Toletino Teacher, High School no. 7, Universidad Autónoma de Nuevo León ▪▪ María de Lourdes Aguirre Martínez, Coordinator, High School no. 7, Universidad Autónoma de Nuevo León
Republic of Korea	▪▪ Jeongmin Eom Chief, Research and Development Team, APCEIU ▪▪ Hyo-Jeong Kim, Assistant Programme Specialist ▪▪ Seulgi Kim, Assistant Programme Specialist ▪▪ Jihong Lee, Assistant Programme Specialist	▪▪ Experts in Curriculum Development: Soon-Yong Pak, Daehoon Jho, Young-gi Ham, Dawon Kim, Yeolkwan Sung, Geunho Lee ▪▪ Teachers with Extensive Experiences in Curriculum/Textbook Development: Sang-hee Han, Heungsoon Lee, Sangyong Park, Seong-ho Bae, Byung-seop Choi ▪▪ Lead Teachers on Global Citizenship Education, Appointed by the Ministry of Education: Sun-Young Han, Hye-kyung Son, Won-hyang Lee, Jae-wha Choi, Sang-Joo Hwang, Yang-mo Kim, Hee-jeong Kim, Mi-na Song, Dong-hyuk Kim, Mi-hee Lee, Seong-mi Bae, Eun-young Kim, Seong-joon Jo, Tae-hoon Kim, Hyo-kyung Hwang, Ji-a Yoon, Ae-kyung Jeong, Yo-han Lee, Mi-ja Jeon, Seon-ryeong Lee, Young-a Im, Min-kyung Kim, Sang-soon Jang, Yeon-jeong Lee, Young-bae Ji, Seong-mi Hong, Kyung-ran Ko, Kwang-hee Moon, Geum-hong Park, Jeong-lee Kang, Yoon-suk Hwang, Kyu-dae Lee, Kyung-suk Lee, Byung-nam kwak, Mi-soon Chu

Uganda ▪▪ Rosie Agoi
ASPnet National Coordination and Assistant Secretary General, Uganda National Commission for UNESCO

▪▪ Dhabangi Charles, Teacher and ASPnet Coordinator, Kamuli Boys Primary School

▪▪ Otwao Richard, Teacher and ASPnet Coordinator, Mt St Mary's College, Namagunga

টীকা (Note)- ১

অনুচ্ছেদ ২.৬, ২.৭, সারণি ক ও খ-তে বর্ণিত বয়সভিত্তিক শ্রেণি বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নরূপ:

প্রাক-প্রাথমিক/প্রাথমিক শিক্ষা ৪ + থেকে ১০ + বছর	নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ১১ + থেকে ১৩ + বছর	মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪ + থেকে ১৫ + বছর	উচ্চ ধ্যমিক শিক্ষা ১৬ + থেকে ৮১ + বছর

রেফারেন্স (Reference): সরকারি শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী- শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের দৃষ্টান্তমূলক কিছু শিখন–

কেস– ১

রিজিওনাল সেন্টার অব এক্সপারটিজ, আরসিই গ্রেটার ঢাকা টেকসই উন্নয়ন (ESD) কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনোভাবে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্বের ১৬৬টি আরসিই-এর মধ্যে আরসিই গ্রেটার ঢাকা বাংলাদেশের একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি ইহা ২০১২ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি-এর সেন্টার ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল কালচারের সাথে কাজ করে আসছে। এখানে স্নাতক পর্যায়ে "এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট" শীর্ষক কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কোর্সটি বাধ্যতামূলক। এর মাধ্যমে চার মাসে টেকসই উন্নয়নের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা হয়। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা টেকসই উন্নয়ন শিক্ষার একটি উচ্চমান-সম্পন্ন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে। ইহা শিক্ষার্থীকে বাস্তবসম্মত, বিশ্লেষণমূলক ভাব ধারায় উচ্চতর শিক্ষায় জীবনব্যাধী শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে। মুলত: এখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক আচরণের উপর স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য একটি সবুজ ক্যাম্পাস তৈরি করেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যুৎ অপচয়রোধ, পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নানা প্রকার উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনের সাথে কাজ করে থাকে। এই কোর্স শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষা হিসেবে তাদের আচরণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে টেকসই উন্নয়ন জ্ঞানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা নিকট ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়ন জ্ঞানের প্রশিক্ষণ। এই সংস্থাটি আশা করে যে, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের মত টেকসই উন্নয়ন শিক্ষা ও গবেষণা এগিয়ে আসবে।

Fig: 1 Save Enegry, Water & Waster Segregation

Fig: 2 Cleaning Campaign at IUBAT Green Campus

কেস– ২

ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশন, (বিএনএফই) "মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প" এর মাধ্যমে ১২ লাখ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে নব্য সাক্ষর (এনএফই গ্রাজুয়েট) তৈরি করে। এই সাক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন নব্য সাক্ষরদের বা এনএফই গ্রাজুয়েটদের ৯ মাসে ১৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদাণের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এসডিসি-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। প্রকল্পটি ২০০৬-২০১১ পর্যন্ত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ১২ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,১০৩,১৬৫ জন সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে যার ৫০% শিক্ষার্থী মহিলা। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা নিম্নরুপ: (১) কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার ব্যবহার ও মেরামত, (২) মেশিনারি, প্লাম্বিং ও পাইপ ফিটিং, (৩) বাঁশ ও বেতের কাজ ও আধুনিক মৌ চাষ, (৪) রেফ্রিজারেশন ও ওয়েলডিং, (৫) শ্যালো পাম্প মেকানিক, (৬) রেডিও টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, (৭) পশু পালন, (৮) হাউস ওয়েরিং, (৯) মাশরুম, রেশম ও ভূট্টা চাষ, (১০) দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি ব্লক বাটিক ডাইটাই ও স্ক্রিন প্রিন্টিং, (১১) নার্সারি, সব্জি ফল ও ফুল চাষ, (১২) মাছ চাষ, (১৩) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, (১৪) সাবান ও মোমবাতি তৈরি, (১৫) তালাচাবি, সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যানগাড়ি মেরামত, (১৬) স্যানিটারি টয়লেট তৈরি ও স্থাপন। বিএনএফই'র তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও দ্বারা মোট ২৯টি জেলায় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ৩০ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ আলাদা আলাদা সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেখানে পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য পুরুষ শিক্ষক রাতে এবং মহিলা শিক্ষার্থীর জন্য মহিলা শিক্ষক দিনের বেলায় ক্লাস পরিচালনা করেন। এ প্রকল্পে পাশের হার ৯৫%।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার লক্ষ্য হলো পরিবর্তনশীল, দক্ষতাসম্পন্ন, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়তা করা, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা আরো ব্যাপক, যথাযথ এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারবে। 'বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা: শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়সমূহ' ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম শিক্ষা সম্পর্কীয় নির্দেশিকা। এতে রয়েছে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষার বাস্তবসম্মত ধারণা, যা বয়সভিত্তিক এবং লক্ষ্য অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষাক্রম প্রণেতা, প্রশিক্ষক এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য এটি একটি সহায়িকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অংশীদারগণ এ থেকে উপকৃত হতে পারেন।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য
যোগাযোগ করুন: gced@unesco.org
or visit: http://www.unesco.org/new/en/global-citizenship-education

UNESCO
Education Sector
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

With the support of

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
국제연합
교육과학문화기구

APCEIU
Asia-Pacific Centre of
Education for International Understanding
under the auspices of UNESCO
유네스코 아시아태평양 국제이해교육원

علم طفلا
EDUCATE A CHILD
A programme of education above all

Global Education First Initiative
The UN Secretary-General's Global Initiative on Education

9 789231 001024